www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬-২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

Sree Sai Enterprise
Mineral & Packaging Drinking Water Wholesales
131 K.N.C. Road, Haritala Colony
Barasat : Kolkata 700124
Mob: 7278275377 / 8981119252
অনুষ্ঠান বাড়িতে ২০ লিটারের জার ও পেট বোতল সরবরাহ করা হয়।
বি: দ্র: এখানে Fruty এবং Appy পাওয়া যায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ২১ শ্রাবণ – ২৭ শ্রাবণ , ১৪২৩ ঃ ৬ আগস্ট – ১২ আগস্ট, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 41, 6 August - 12 August, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: বাংলার ছেলেমেয়েদের পুরনো শিক্ষাক্রম থেকে বের করে

সর্বভারতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার যোগ্য করে তুলতে কর্পোরেট সংস্থার দ্বারস্থ রাজ্য সরকার। খসড়া প্রস্তুত হলে খতিয়ে দেখবে বিশেষজ্ঞ কমিটি।

রবিবার : যাদের ঘর-দোর, সংসার বলে কিছু নেই, যারা এখানে

ওখানে ঘুরে বেড়ান সেই বাউলরা এবার আক্রান্ত বাংলাদেশে। বোঝা যাচ্ছে আগ্রাসী সন্ত্রাসবাদের কাছে ক্রমেই নতজানু হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার।

সোমবার : ফের কাউন্সিলারি দাদাগিরির শিকার সাধারণ

মানুষ। এবার হাবড়ায়। মুখ্যমন্ত্রীর সাবধানবাণীর কাকস্য পরিবেদনা।

মঙ্গলবার : খেলার দুনিয়া ভারতে যে কত নোংরা তা ফের

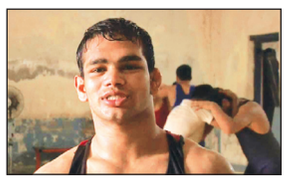

প্রমাণ করলেন কুস্তিগির নরসিংহ যাদব। প্রমাণ হল চক্রান্ত করে তার খাবারে নিষিদ্ধ ওষুধ মেশানো হয়েছিল। লড়াই চালিয়ে যাও নরসিংহ।

বুধবার : শেষ পর্যন্ত শিল্পে জমি জট কাটাতে উদ্যোগী হলেন

মুখ্যমন্ত্রী। রাজারহাটে আসতে চলেছে ১৫০০ কোটি টাকার লগ্নি। সঙ্গে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও।

বৃহস্পতিবার : পাশ হয়ে গেল বহু প্রতীক্ষিত জিএসটি

বিল। উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ২০০৮ থেকে। অবশেষে বাঁধন খুলল ২০১৬-র অগস্টে। সারা দেশে সমহারে এই কর চালু হবে ২০১৭-র এপ্রিল থেকে।

শুক্রবার : কাশ্মীরের দগদগে ঘা নিয়ে সার্ক সম্মেলনে যোগ দিতে পাকিস্তানে পা রাখলেন ভারতের

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। শুরু হয়েছে দ্বৈরথ। রাজনাথের প্রথম উক্তি 'জঙ্গিরা কোনও দিন শহিদ হতে পারে না' বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতের মনোভাব।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

জ্বরে কাঁপছে জেলা

কুনাল মালিক ও মেহেবুব গাজি

কলকাতা পুরসভার পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও ডেঙ্গুর আতঙ্ক ছড়াল মথুরাপুরের ঘটনা ঘিরে। বিভিন্ন ব্লক থেকে অজানা জ্বরে আক্রান্ত মানুষের খবর আসছে। তাই জেলা স্বাস্থ্য দফতর ডেঙ্গু বা মশা বাহিত রোগ প্রতিরোধ করতে এবং মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাজ্যস্তরে ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ নিয়ে গুরুত্ব সহকারে সভা করে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কড়া নজরদারি করতে নির্দেশ দিয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, প্রতিটি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সর্তকতা মূলক ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। সচেতনতা বাড়াতে প্রচারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি বাজার হাসপাতাল, স্কুলে-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে নজরদারি করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকছে। রাস্তাঘাটে, বাড়িতে জমা জল থাকলে তা ফেলে দিতে হবে। জমা জলই মশার আঁতুর ঘর। রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া জেলা ও ব্লক স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীরা বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে সচেতনতা মূলক ক্যাম্প শুরু করেছে।

ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের মেডিক্যাল টিম পৌঁছে যাচ্ছে গ্রামে গ্রামে। তাঁরা গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বাসিন্দাদের জ্বর সম্পর্কে সচেতন করেন। এছাড়াও গ্রামের আনাচে কানাচে জমা জল, নর্দমা ও আবর্জনার উপর ব্লিচিং পাউডার ছড়ায় মেডিকেল টিমের সদস্যরা। তারপরও স্বাস্থ্য দফতরের এই ভূমিকায় খুশি নয় গ্রামের বাসিন্দারা। জ্বরে আক্রান্ত

মরণের পরে। মথুরাপুরের স্কুলে চলছে ডেঙ্গু সচেতনতা শিবির

সন্ধ্যা বৈরাগী তিন বছরের শিশু কন্যাকে নিয়ে বাড়ির বিছানায় শুয়ে জানান, 'গত কয়েকদিন ধরে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর সঙ্গে মাথা ও হাত-পা সমানে যন্ত্রণা করছে। সাব সেন্টার থেকে ওষুধ দিয়েছে। সেই ওষুধ খেয়েও জ্বর সারছে না। আমরা খুব গরিব। কোলে বাচ্চা মেয়ে রয়েছে। এখন কি করব জানি না।' সন্ধ্যার জা বসুমতি সর্দার এদিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'বড় জা কয়েকদিন ধরেই জ্বরে ভুগছেন। স্থানীয় এক ল্যাবরেটরি থেকে রক্ত পরীক্ষার পর ডেঙ্গির জীবানু মিলেছে বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন। ফলে সকালে জাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের চিকিৎসকেরা আবারও রক্ত পরীক্ষা করতে দিয়েছেন। সেই রিপোর্ট কখন পাব জানি না।' আরেক প্রতিবেশী দিপু সর্দার বলেন, 'ছাত্রীর মৃত্যুর পরও গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে জ্বর যেভাবে ছড়াচ্ছে, তাতে আমরা রীতিমতো আতঙ্কে আছি। আজ সকালের দিকে চিকিৎসকদের একটি দল গ্রামে ঢুকে কয়েকজনের সঙ্গে দু'একটা কথা বলার পর একটু ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিয়েই কাজ শেষ করে দিয়ে চলে গিয়েছে। আমরা চাই গ্রামের মানুষের সচেতনার পাশাপাশি দ্রুত চিকিৎসার জন্য স্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্প বসানো হোক।' মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লক মেডিকেল অফিসার জয়দেব রায় বলেন, 'জলঘাটা গ্রামে মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয়েছিল। কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গ্রামে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানোর পাশাপাশি সচেতনতা করা হচ্ছে।' অন্যদিকে এদিন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ছাত্রী জ্যোতি বৈরাগীর স্কুল কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলে রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। স্কুলের প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্রছাত্রী সহ শিক্ষক শিক্ষিকারা এদিনের সচেতনতা শিবিরে অংশগ্রহণ করে। পরে ক্যালকাটা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের একটি চিকিৎসক দলের মাধ্যমে রক্ত পরীক্ষা করান স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি বলেন, 'ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে স্কুলের ছাত্রীর মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। ছাত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই স্বাস্থ্য শিবির স্কুলের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছে। সচেতনতার ব্যাপারে স্বাস্থ্য দফতরকে আরও এগিয়ে আসা উচিত।'

গ্রন্থাগারিকের অভাবে ৩১টি গ্রন্থাগার বন্ধ

রিম্পি ঘোষ

হুগলি

সম্প্রতি জেলায় জেলায় বিভিন্ন স্থানে ইন্টারনেট গ্রন্থাগার বা ই-লাইব্রেরি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ঐ সব অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা অনলাইনে পরীক্ষা ও ভর্তির ফর্ম ফিলাপ ইত্যাদি কাজকর্ম করতে পারবে। কিন্তু গ্রন্থাগারগুলিতে পর্যাপ্ত কর্মী ও পাঠকের অভাবে জেলার শতাব্দী প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলি এখন বেহাল দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলি পর্যবেক্ষণ করে কার্যত এমন দৃশ্যই চোখে পড়ল। গ্রন্থাগারগুলির এই অব্যবস্থা নিয়ে গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের মধ্যে প্রতিদিন অসন্তোষ বেড়েই চলেছে। জেলার বেশিরভাগ গ্রন্থাগারে কর্মীর অপর্যাপ্ততা ও বইয়ের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কার্যত লক্ষ লক্ষ বইপ্রেমী সাধারণ মানুষ সঠিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি বঙ্গীয় সাধারণের গ্রন্থাগার ও কর্মী কল্যাণ সমিতি সূত্রে জানা যায়, ভদ্রেশ্বরের সারদাপল্লী পাঠাগার, পান্ডুয়ার বেলুন সেবক সমিতি, ইলছোবা কেশবচন্দ্র পাঠাগার, মন্ডলাই পাবলিক লাইব্রেরি, শতবর্ষে পদার্পকারী মগরার সাধনা সাহিত্য কুটির লাইব্রেরি ধনিয়াখালির ব্লকের ইছাপুর পাবলিক লাইব্রেরি ও নেতাজি পাঠাগার জেলার প্রায় ৩১ টি গ্রন্থাগার এই মুহূর্তে বন্ধ রয়েছে।

হুগলি জেলায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় ১৫৮টি। এর মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি বাদ দিলে টাউন লাইব্রেরির সংখ্যা এই জেলায় ২২টি। জেলার টাউন লাইব্রেরিগুলিতে ন্যূনতম কর্মী থাকার কথা ৪ জন করে। সেখানে একাধিক টাউন লাইব্রেরিতে কোথাও একজন, কোথাও দুজন করে কর্মী রয়েছেন। বাকি ১৩৫ টি লাইব্রেরিতে নূন্যতম ২ জন করে কর্মী থাকার কথা। জেলার লাইব্রেরিগুলির মধ্যে শতবর্ষ প্রাচীন হুগলি ফ্রেন্ডস লাইব্রেরি, প্রায় ছিয়ানব্বই বছরের প্রাচীন ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতির সাধারণ পাঠাগার, ১২৫ বছরের প্রাচীন বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি, ভদ্রেশ্বরের মিউনিসিপ্যাল টাউন

লাইব্রেরি, চুঁচুড়ার বীণাপানি স্মৃতি পাঠাগার ইত্যাদি বিভিন্ন লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত কর্মীর অভাবে সঠিক পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। ভদ্রেশ্বরের সারদাপল্লী পাঠাগারটির বয়স প্রায় ৬২। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারটিতে বইয়ের সংখ্যা ৮,০০০ ও সদস্য ও পাঠক সংখ্যা প্রায় ৩৫০। বহু ছেলেমেয়ে এখানে চাকরির প্রতিযোগিতামূলক বই পড়তে আসত।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাসস্ট্যান্ড যখন ভ্যাট...

বড়িশার 'অক্সফোর্ড মিশনে'র মূল ফটকের বিপরীতে ডায়মন্ডহারবার রোডের পাশেই পাশাপাশি রয়েছে কলকাতা পুরসভার ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত একটি সম্পূর্ণ খোলা ভ্যাট এবং পাশেই একটি সুসজ্জিত আলোকজ্জ্বল আধুনিক বাসস্ট্যান্ড। ঘটনা হল, ওই ভ্যাটের যাবতীয় জঞ্জাল বর্তমানে জমা হচ্ছে ওই ব্যবহৃত বাসস্ট্যান্ডে।

তথ্য সংগ্রাহক : বরুণ মন্ডল, ছবি অরুণ লোধ

দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত

দেগঙ্গা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : শাসকদল তৃণমূলের আধিপত্য সত্ত্বেও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার যে ব্লকে সিপিএম অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছিল, সেটা হল দেগঙ্গা ব্লক। কিন্তু এবার দুর্নীতিকে ঢাল করে এই ব্লকের একটি পঞ্চায়েত শাসকদল দখল করতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের অনুমান। দেগঙ্গা ব্লকের চৌরাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে সম্প্রতি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে, ১৯ জুলাই পঞ্চায়েতে তালা ঝোলাল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস পেয়ে তালা খুলে অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে প্রকাশ, সিপিএম পরিচালিত এই চৌরাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে কয়েক মাস ধরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই অভিযোগকে আমল না দেওয়ায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীগন পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে ডেপুটেশন দিতে যান। সেই সময় তৃণমূল কর্মীরা পঞ্চায়েত অফিসের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন বলে খবর। বিক্ষোভকারীদের দাবি মেনে দেগঙ্গার বিডিও তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ব্লক রিলিফ অফিসারকে ঘটনাস্থলে পাঠান। কিন্তু তাঁকেও তালাবন্ধ করে দেওয়া হয় বলে জানা যায়। পরে বিআরও আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভকারীরা পঞ্চায়েত অফিসের তালা খুলে দেয় বলে খবর।

পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগগুলির প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রধান তথা তৃণমূল নেতা সফর আলি মন্ডল বলেন, 'সিপিএম পরিচালিত এই পঞ্চায়েত দুর্নীতির চূড়ায় বসে আছে। দরপত্র ছাড়াই প্রায় ৭০ হাজার টাকার স্টেশনারি দ্রব্য কিনেছে, ৯০ টাকা প্রতি লিটার হিসেবে ৩৫ হাজার টাকার পেট্রোল খরচ দেখানো হয়েছে, মাত্র এক বছর চার মাসের চায়ের খরচ দেখানো হয়েছে ১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। পঞ্চায়েতের জনসংখ্যার চেয়ে বেশি রেসিডেনশিয়্যাল সার্টিফিকেটের সংখ্যা দেখিয়ে খরচ দেখানো হয়েছে, চোদ্দ মাসে কম্পিউটার সারাইয়ের খরচ দেখানো হয়েছে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, জেরক্সের কাগজ দেখানো হয়েছে ৫২ রিম।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিয়ের আষাঢ়ে গল্প মানেন না ১২১ বছরের কৈশোরসঙ্গী

নেতাজি ফিরে আসবেন : শিবানন্দ বাবা

পার্থসারথি গুহ

শচীন, লারা বা হালফিলের বিরাট কোহলির মতো ব্যাটসম্যানরা কেন ক্রিকেটে মহান হয়ে উঠেছেন বলতে পারবেন? এক নম্বর যদি তাদের ধারাবাহিকতার জন্য হয় তবে নিশ্চিতভাবে অপরটা হল বড় রানের খিদে। শতরান করেই তারা ক্ষান্ত থাকেন না, ছোটেন আরও বড় ইনিংস গড়ে তোলার দিকে। একদা এলগিন রোড নিবাসী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কৈশোরকালের খেলার সাথী বর্তমানে বেনারসের বাসিন্দা শিবানন্দ বাবাও ১২১ বছর পার করেও সাবলীল ভঙ্গীতে জীবনসরণিতে এগিয়ে চলেছেন। দীর্ঘায়ু হওয়ার পাশাপাশি নিজের জীবনকে এক অপরূপ অবয়ব দান করেছেন তিনি। তাই এই ১২১-এর মানুষটিকে দেখলে ৭০-৭৫ মনে হতে বাধ্য। বয়সকে যেমন তিনি অপার জাদুকাঠিতে বেঁধে রেখেছেন তেমনই নেতাজি সম্পর্কে ওই ছোট্টবেলার স্মৃতি আজও তাঁর মনে অমলিন। শিবানন্দ বাবার কথায় নেতাজি ছোটবেলা থেকেই বাবা মায়ের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিবান ছিলেন। শুধু তাই নয় দেশমাতৃকার প্রতি নেতাজির অগাধ ভালবাসা সেই সময় থেকেই প্রকাশ পাচ্ছিল। এমনকি নেতাজির থেকে বয়সে ১ বছরের বড় এই মহারাজের দৃঢ় বিশ্বাস নেতাজি আগামী দিনে দেশের কল্যাণ সাধনে ঠিক ফিরে আসবেন। তিনি যেমন যোগাবলে এতদিন সুস্থ সবল জীবন যাপন করছেন নেতাজিও ঠিক তেমনই হিমালয়ের কোনও দুর্গম অঞ্চলে সাধনারত বলেই বিশ্বাস এই সন্ত মানুষটির। আর এজন্যই নেতাজির বিবাহের আষাঢ়ে গল্পকে চক্রান্ত বলে ধারণা তাঁর। তাঁর সাফ কথা নেতাজির মতো দেশ নিবেদিত প্রাণ এবং ত্যাগী মানুষ কখনোই বৈবাহিক সম্পর্কের আবর্তে নিজেকে জড়াতে পারেন না। একই সঙ্গে স্বামী শিবানন্দ নেতাজির বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কিত 'গালগল্প'ও ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। কিশোর বয়সে সুভাষের খেলার সাথী হলেও পরবর্তী কালে তাঁর সঙ্গে নেতাজির আর যোগাযোগ হয়নি বলে প্রকাশ্যে বলছেন শিবানন্দ। যদিও নেতাজি সম্পর্কে যে কোনও খবর যেভাবে তিনি নখদর্পণে রেখেছেন তাতে মনে হয় না বাল্যকালের বন্ধুর সাক্ষাৎ তিনি যৌবনে বা প্রৌঢ় বয়সে পাননি।

জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অর্থাৎ ১৯২৫ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত শিবানন্দ ছিলেন দেশের বাইরে। তাঁর নিজের কথাতেই জানা যায় তিনি ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা সহ বিশ্বের নানা প্রান্তে সফর করেছেন। আর মাঝখানের এই ৩৪ বছর বিদেশে তিনি উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেছেন বলেই ওয়াকিবহাল মহল মনে করে। এমনকি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নততর শিক্ষা এফআরসিএস-র মতো ডিগ্রিও এই সময়কালে শিবানন্দ হাসিল করেন বলে মনে করা হয়। পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টে ১৮৮৬ সালের ৮ আগস্ট তাঁর জন্ম হয়। সবার কাছে তিনি শিবু গোস্বামী নামেও পরিচিত ছিলেন। শিবানন্দ মহারাজ সম্প্রতি তাঁর কলকাতা সফরে বলেছেন তিনি মাত্র চার বছর বয়সে নবদ্বীপের ওঁঙ্কারানন্দ গোস্বামীর কাছে শিক্ষা নিতে যান। বছর দুয়েক তিনি ছিলেন এই শিক্ষাঙ্গনে। যা শিবানন্দের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার জন্ম দেয় এবং গোস্বামীভুক্তও হন তিনি। তাছাড়া যে ৩৪ বছর শিবানন্দ বাবা দেশের বাইরে ছিলেন কাকতালীয়ভাবে তার একটা অধ্যায়ে নেতাজিও ছিলেন অন্তর্ধানকালীন জীবনে এমন অনেকের ধারণা। সেজন্যই বোধহয় এতটা প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘর ভর্তি সাংবাদিক এবং ভক্তকূলের সামনে নেতাজির ফিরে আসার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অভিমত তুলে ধরেন তিনি।

এই দীর্ঘজীবনের রহস্য ও যোগসাধনার পাশাপাশি তাঁর সংযমী জীবনযাত্রা এবং অনাড়ম্বর ভাবমূর্তি এদেশের মাটিতে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছে শিবানন্দ বাবাকে। আগামী দিনে দেশের ধারক এবং বাহক হয়ে উঠবে যে শক্তি তাকে শৈশব থেকেই সুষ্ঠুভাবে লালিত করার অমোঘ নিদানও রয়েছে শিবানন্দের রচনায়। যা পাল্লা দিয়ে যায় যে কোনও বড় চিকিৎসকের সঙ্গে। কখনও গাঁদাল পাতার শুক্তো দিয়ে ভাত, তেল এবং মশলা মুক্ত সামান্য আহারেই জীবনধারণ করে চলেছেন এই মানুষটি। একদা বাবা মা এবং দিদির সঙ্গে লড়াই করেছেন প্রবল দারিদ্রতার বিরুদ্ধে। ভাতের মাড় খেয়ে কোনও রকমে পেট ভরিয়েছেন। তাই আজ শত অনুরোধেও দুগ্ধ জাতীয় খাবার বা ফলমূল তিনি মুখে দেন না। তাঁর কথায় , 'দেশের অধিকাংশ মানুষ যেখানে দুধ বা ফল খেতে পারেন না সেখানে আমি কি করে তা মুখে দিই'। এছাড়াও তিনি বরাবরই নিরামিষ খাদ্য খেয়ে আসছেন। জপ-তপের ওপর ভর করেই দিনের মধ্যে তাঁর অধিকাংশ সময় অতিক্রান্ত হয়। কুষ্ঠ আক্রান্তদের সেবার্থেও তাঁর সক্রিয় উদ্যোগ রয়েছে। ভারত সরকার তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদান করেছেন ফ্রি রেল পাশের মাধ্যমে। আজকের মানুষ বা সমাজ যেভাবে অর্থের পেছনে পাগলের মতো ছুটছে তা নাড়া দিয়ে যায় শিবানন্দকে। এর থেকে মুক্তির পথ হিসাবে ভারতের সনাতন চিন্তা ভাবনাকে হাতিয়ার করে এগনোর ফরমান দিচ্ছেন তিনি। নেতাজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক নয়া ভারতের স্বপ্ন তাই আজ অঙ্গীকার এই দীর্ঘায়ু মানুষটির কাছে।

ভিশন–২০২০

আগামী ৪–৫ বছরের কথা মাথায় রেখে বিনিয়োগ করুন

প্রদীপ্ত দাস

এমনিতে অর্থ বাজারে টাকা করা মোটেই চাট্টিখানি কথা নয়। কখন কোন স্টক বা সেক্টর দৌড়াবে তা আগাম বলা সম্ভব নয়। এই যেমন চিনি বা অ্যাভিয়েশন সেক্টর ভারতের বুকে হঠাৎ করে এমনভাবে জেগে উঠবে তা আগে কি বোঝা গিয়েছিল। হয় কি যখন কোনও সেক্টর বাড়ে প্রথমে তার আন্দাজ পাওয়া যায় না। আর যখন মনে হয় এই জায়গাতে টাকা খাটালে ভালো হয় তখন তার জ্বালানি প্রায় নিস্তেজ হতে চলেছে। এর ফলে কি হয়, সাধারণ ট্রেডাররা ফেঁসে যান অনেক উঁচুতে প্রোডাক্ট কিনে। কিছু করার নেই সাধারণ জ্ঞান নিয়ে তো আর ব্রেকিং নিউজ বা কোম্পানির অন্দরের হালহকিকৎ জানা যায় না। এর জন্য অনেক সময় প্রয়োজন হয় বিশেষজ্ঞদের। যারা কোম্পানিদের হাঁড়ির খবর রেখে থাকেন। তাও সবসময় এদের হাত ধরে রক্ষা পাওয়া যায় তা নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই এদের পূর্বাভাসও সেভাবে মেলে না। আসলে শেয়ার বাজারটাই এইরকম। এর গতিপ্রকৃতি বোঝা খুবই দুষ্কর।এমনিতে শেয়ার বাজার নামটা শুনলেই বহু মানুষ মুখ বেজার করে বলে দেন ওটা একটা জুয়োর আড্ডা। কিংবা সাধারণ মানুষের জন্য যেন এই বাজার নয় । ভাবগতিক এমন থাকে যেন তারা বিশাল বোদ্ধা। অন্য কোথাও থেকে নিজেদের রোজগারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতেও যথেষ্ট পারদর্শী । আদতে কিন্তু তা নয় । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই মানুষেরা বোকার মতো বাজারে ট্রেড করতে গিয়ে লোকসান করে বসে আছেন । আর তারপরেই তাদের ধারণা হয়ে যায় এই বাজার জুয়োখানা । অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত লাভ হচ্ছে ততক্ষণ সব ঠিক আছে। লোকসান হলেই সব গণ্ডগোল। আগে পিছু না ভেবে তখন এই আর্থিক বাজার সম্পর্কে রাশি রাশি নেতিবাচক মন্তব্য করে বসা। আসলে সঠিক পড়াশুনা এবং যথার্থ যথার্থ শিক্ষার অভাবে এই ধরণের খারাপ মন্তব্য করে বসেন কিছু মানুষ। নিজেদের আবেগের দ্বারা একপ্রকার বশীভূত হয়ে পড়েন তারা। খাতায় কলমে এরা হয়তো অনেক শিক্ষিত। কিন্তু অর্থনীতি সম্পর্কে এদের চেতনা অত্যন্ত কম। যা এদের শেয়ার বাজার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতে বাধ্য করে। একটু চিন্তা করে দেখলে দেখা যায় এই সংখ্যক মানুষের সংখ্যা এখন অনেকটাই কমে আসছে। বরং বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন অনেকেই শেয়ার বাজার সম্পর্ক আগ্রহ অনুভব করছেন। তবে এটা ঠিক বাজারে যখন তেজি বা লাভজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন কিছু খরিদ্দারের বাড়তি আমদানি ঘটে। এটা এই বাজারের চিরাচরিত রীতি।তবে যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হল হালফিলে শেয়ার বাজারে সঠিক পড়াশুনায় শিক্ষিত বুদ্ধিমান ট্রেডারের আগমণ ঘটছে। যা দেশের অর্থনীতি তথা সমগ্র জাতির ভবিষ্যতের পক্ষেই আশাব্যঞ্জক। এই অংশ মোটেই বলে না যে শেয়ার বাজার জুয়ো খেলার আড়ত। বরং এদের মতে শেয়ার বাজার হল দেশের আর্থিক উন্নয়নের সূচক। যার রমরমা দেশের উন্নয়নকেই ত্বরান্বিত করে। এরা জানে কোনও শেয়ার কিনলেই তাতে লাভ পাওয়া যায় না। বরং ভালো দ্রব্য উপযুক্ত সময়ে ধরতে পারলে এবং ধৈর্য্য বজায় রাখতে পারলে লাভের ফসল অতি অবশ্যই ঘরে তোলা সম্ভব। তাছাড়া এখন ভারতীয় শেয়ার বাজার কর্মসংস্থানের পক্ষেও অত্যন্ত উপকারী স্থান। প্রচুর ছেলে মেয়ে বিভিন্ন ব্রোকারি ফার্মে কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। শেয়ার বাজারে যারা ট্রেড করে অর্থাৎ কম্পিউটরের সামনে বসে বেচাকেনার কাজ করে তাদের বলে ডিলার। শেয়ার ডিলার হওয়ার জন্য সেবি ভারতীয় শেয়ার বাজারে এনসিএফএম নামক বিশেষ পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থাও করেছে। তার ওপর এদেশে ক্রমশই শেয়ার মার্কেটের প্রতি আসক্তি বাড়ছে। যেসব রক্ষণশীলতার কবচধারী মানুষ এই বাজারকে তুলোধনা করতেন তাদের এখন ঢোক গিলতে হচ্ছে চিটফান্ডের প্রশ্ন উঠলে। আসলে পাড়ার মাতব্বর গোছের এই ভদ্রলোকেরা মুখে শেয়ার বাজারকে অকথা–কুকথা বলতেন, এখানে ট্রেড করতে গিয়ে অবিবেচকের মতো ভুল–ভাল জিনিস কেনার মাশুল গোনায়। অথচ সেই অংশের মানুষই আবার অতিরিক্ত লোভের আশায় চিটফান্ড নামক মরণকলে টাকা রেখেছিলেন। শেয়ার বাজারকে গাল পাড়ার সময়ে এদের একাবারও মনে হয়নি যে যদি তারা ভালো কোম্পানির শেয়ার (যেমন ব্যাঙ্ক, সরকারি–বেসরকারি নামি সংস্থা) ধরতেন তাহলে কিছুদিন তাদের টাকা যদিও বা নিচে পড়ে থাকতো, অবশেষে লাভের মুখ দেখা যেত। কিন্তু চিটফান্ডে টাকা রেখে এরাই সর্বস্ব হারিয়েছেন। একবারেও ভেবে দেখেননি যে শেয়ার বাজারে যেসব কোম্পানির পণ্য

অর্থনীতি

কেনাবেচা হয় তারা সরকার তথা সেবি অনুমোদিত। অথচ সম্পূর্ণ বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থায় টাকা রাখতে গিয়ে ডুবে গেলেন এরা। ফলে শেয়ার কেনা বা বিক্রির ব্যাপারটা প্রকৃত পণ্ডিত বিশেষজ্ঞের কথা শুনেই করা বাস্তবসম্মত। তা হলে অন্তত ভরাডুবি ঘটে না।

নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর যে মধুচন্দ্রিমায় ভর করে দেশের শেয়ার বাজার এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল তার তাল কেটে গিয়েছে ২০১৫–র মাঝামাঝি সময়ে এসেই। কারণ এই সময়কালে বিস্তর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে বিশ্ব অর্থনীতিতে। এর একটা বড়সড় পতন এসেছে চিনের হাত ধরে। ভারতের যেসব শেয়ার নানা কারণে চিনের ওপর নির্ভরশীল তারা পড়ে গিয়েছে বেজায় সমস্যায়। আর এই বড় অংশটাই হল মেটাল বা ধাতু কিংবা কমোডিটিভুক্ত।যার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব ভালোমতো অনুভূত হচ্ছে আমাদের বাজারেও। ভারতের বাজার অবশ্য এত দুর্যোগের পরেও ইঙ্গিত দিচ্ছে ভবিষ্যতের সুসময়ের। যদিও দিল্লি এখনও অনেক দূর। আগে যে ইঙ্গিতটা তুলে ধরা হয়েছিল। মানে ভারতের অর্থনীতির হাল ফেরাতে বিশ্বের আর্থিক অবস্থার স্থিতাবস্থার পাশাপাশি মোদি সরকারকেও সক্রিয়তার রাস্তায় হাঁটতে হবে অনেক বেশি করে। বিদেশিরা লগ্নির ব্যাপারে খুব সাফসুতরো। তাদের কাছে ডায়লগের থেকেও গুরুত্ব পায় অ্যাকশন। আর এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে অধিক মনোযোগী হতে হবে এ দেশের সরকারকেই। এই মুহূর্তে যে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের দিকে তাকিয়ে দুনিয়ার অর্থনীতি তা হল আমেরিকার ফেড সে দেশে সুদের হার আরও কতটা বাড়াবে। অবশ্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার কমিয়ে শিল্পের পক্ষে বাতাবরণ আরও মজবুত করবে বলেই অনুমান করা হচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে ভারতের পক্ষে ভালো দিক। এরপর আবার রঘুরাম রাজনের বিদায় পর্বটা কেমন হবে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নয়া গভর্নর কেমন ভাবে পেশ হবেন সেদিকেও দৃষ্টি থাকবে লগ্নিকারীদের।

আসলে অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভারত যে বিদেশি অর্থলগ্নিকারী সংস্থার কাছে গন্তব্যস্থল হয়ে উঠছে তা খুব পরিস্কার। আবার এদেশের সরকার রাজ্যসভার গেরোয় বারংবার আটকে গেলেও সংস্কারের রথকে অব্যাহত রাখতে চাইছে ভালোরকম। সেই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ দিচ্ছে বিদেশি রেটিং সংস্থাগুলিও। তাও সকলকে নিয়ে চলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করানোর পরামর্শ আসছে এইসব জায়গা থেকে। তাছাড়া যে বিদেশিরা ক্রমাগত বেচুবাবুর ভূমিকা নিয়েছিল গত বছরের প্রায় অধিকাংশ সময়ে তারা ভারতে এই বছরের গোড়া থেকেই ফের ফিরে আসছে। এই বিদেশি ক্রেতাদের এফআইআইদের গরিষ্ঠ অংশ বলে ধরছেন না অনেক বাজার বিশেষজ্ঞ। তাঁদের মতে এই বিদেশিরা মূলত মরিশাস–সিঙ্গাপুর–আরব থেকে আগত। ইউরোপ বা আমেরিকা থেকে আসা বিদেশিদের মূল অংশ নয়। যাদের ভারত তথা বিশ্ব অর্থনৈতিক বাজারে প্রবেশের সময় মূল জানুয়ারির মধ্যবর্তী সময়। কিন্তু যেভাবে ২০১৬–র শুরুটা ভীতি জাগিয়েছিল সাধারণ লগ্নিকারীদের মধ্যে। এদের বক্তব্য ছিল আর কত নিচে যাবে ভারতের বাজার। সেখান থেকেই ম্যাজিকের মতো পুনরুত্থান ঘটে ভারতীয় বাজারের। যা নিঃসন্দেহে ট্রেডারদের মুখে হাসি ছড়াচ্ছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৬ আগস্ট – ১২ আগস্ট, ২০১৬

মেষ : উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভদায়ক। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মানসিক সুন্দর চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটবে। ব্যবসায় সাফল্য ও অর্থ লাভ।

বৃষ : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন বন্ধুলাভ হবে। মায়ের স্থানীয় স্ত্রীলোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় মিশ্র ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। আর্থিক শুভ। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

মিথুন : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও বাধা থাকবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ রয়েছে, মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ।

কর্কট : আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। নিজের চেষ্টা এবং বুদ্ধির জোরে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত রোগে কষ্ট পাবেন।

কন্যা : মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। যে কোন শুভকাজে অর্থব্যয়ের যোগ আছে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ–ভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফল পাবেন। কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন।

তুলা : মানসিক চঞ্চলতার জন্য লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন না। বন্ধুদের সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে মিশতে হবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ করবেন।

বৃশ্চিক : আপনি আপনার কাজে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন। মাতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। এই সময়টি ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ।

ধনু : যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন না। আমাশয়ে ও শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণে বাধা রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে অগ্রসর হবেন না। নিজের শরীর–স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন না। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

মীন : অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে ক্ষতি করার জন্য। সাবধানে বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে

রাজ্যের স্কুলগুলিতে ক্লার্ক ও গ্রুপ ডি

দিতে হবে একটিই লিখিত পরীক্ষা। অনলাইন আবেদন শুরু ১০ আগস্ট থেকে।

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং জুনিয়র হাইস্কুলগুলিতে ক্লার্ক ও গ্রুপ ডি পদে কর্মী নিয়োগ করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটিই রিজিওনাল লেভেল সিলেকশন টেস্টের (আরএলএসটি) মাধ্যমে। উল্লেখ্য, এ বছর থেকে শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা উঠে গেল। প্রার্থী বাছাই করা হবে আরএলএসটি–তে প্রাপ্ত নম্বর, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পার্সোন্যালিটি টেস্ট এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টাইপিং ও কম্পিউটার টেস্টের মাধ্যমে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লার্ক ও কুক পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। পুরনো সিলেবাসে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। হেল্পার ও নাইটগার্ড পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট পাশ। সবক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১–১–২০১৬ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে।

২৯ জুলাই একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশন জানিয়েছে, ক্লার্ক ও গ্রুপ ডি পদের জন্য রিজিওনাল লেভেল সিলেকশন টেস্টের মাধ্যমে বাছাই করা প্রার্থীদের একটি প্যানেল তৈরি করা হবে। আরএলএসটি পরীক্ষায় বসার জন্য অনলাইন আবেদন করা যাবে১০ আগস্ট থেকে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.westbengalssc.com শূন্যপদের সংখ্যা না জানানো হলেও, তার সংখ্যা কয়েক হাজার বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। প্রসঙ্গত, সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে হেল্পার, নাইটগাড, কুক প্রভৃতি পদও গ্রুপ–ডি–র অন্তর্গত। পরীক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে ৮ আগস্ট আর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে বলে কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সরকারি স্কুলে অশিক্ষক কর্মী নিয়োগের জন্য যে আরএলএসটি পরীক্ষা নিতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন, সেটি এ রাজ্যের ক্ষেত্রে তৃতীয় আরএলএসটি। শেষবার এই পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল ২০১০ সালে। কিন্তু সেবার পরীক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষার আগে একটি প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবারে সেই প্রিলিমিনারি পরীক্ষার অস্তিত্বই লোপ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে চলতি বছরের ২৩ জুন স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা উঠে যাওয়ায় কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া আরও দ্রুত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রার্থী পদ্ধতি : ক্লার্ক পদের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হবে * লিখিত পরীক্ষা (৬০ নম্বর) * শিক্ষাগত যোগ্যতা (১০ নম্বর) * পার্সোন্যালিটি টেস্ট (৫ নম্বর) * কম্পিউটারে দক্ষতা ও টাইপিং দক্ষতা যাচাই (২৫ নম্বর)–এর মাধ্যমে।

কুক, গ্রুপ ডি স্টাফ, হেল্পার, নাইটগার্ড পদে প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা (৪৫ নম্বর) এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টের (৫ নম্বর) মাধ্যমে।

ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্রে ১৩০০ অফিসার ও ক্লার্ক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১,৩০০ জন অফিসার ও ক্লার্ক নেবে ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র। অফিসার নিয়োগ হবে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল ওয়ান এবং মিডল ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল–টু এবং থ্রি–তে।

জেনারেল অফিসার (এমএমজিএস–থ্রি) : শূন্যপদ ১০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে এমবিএ (ফিনান্স), সিএ, আইসিডব্লুএ, সিএফএ, এফআরএম, সিএআইআইবি— যে কোনও একটি যোগ্যতা থাকলে অগ্রাধিকার। স্বীকৃত কোনও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক বা সমতুল প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কাজে ৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। বয়স ২৩ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম : ৪২,০২০–৫১,৪৯০ টাকা।

জেনারেল অফিসার (এমএমজিএস–টু) : শূন্যপদ ২০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে এমবিএ (ফিনান্স), সিএ, আইসিডব্লুএ, সিএফএ, এফআরএম, সিএআইআইবি— যে কোনও একটি যোগ্যতা থাকলে অগ্রাধিকার। স্বীকৃত কোনও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক বা সমতুল প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। বয়স ২৩ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৩১,৭০৫–৪৫,৯৫০ টাকা।

ক্লার্ক–ল গ্র্যাজুয়েট : শূন্যপদ ১০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : আইনে স্নাতক। বয়স ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১১,৭৬৫–৩১,৫৪০ টাকা।

ক্লার্ক – এগ্রিকালচারাল গ্র্যাজুয়েট : শূন্যপদ ২০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এগ্রিকালচার বা সমতুল বিষয়ে স্নাতক। বয়স : ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১১,৭৬৫–৩১,৫৪০ টাকা।

অফিসার (জেএমজিএস–ওয়ান) : শূন্যপদ ৫০০ টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা যে কোনও বিষয়ে স্নাতক। সঙ্গে ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে এক বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড ফিনান্স করে থাকতে হবে। বয়স : ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ২৩,৭০০–৪২,০২০ টাকা।

ক্লার্ক : শূন্যপদ ২০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে–কোনও বিষয়ে স্নাতক। সঙ্গে ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ৬ মাস মেয়াদের কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড অফিস অটোমেশন কোর্স করে থাকতে হবে। বয়স : ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১১,৭৬৫–৩১,৫৪০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.bankfomaharashtra.in অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৬ আগস্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি, দরখাস্তের খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে আগ্রহীরা ৬ আগস্টের পর নজর রাখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোটর মেকানিক্স, কার্পেন্ট্রি ও ইলেক্ট্রিশিয়ানের প্রশিক্ষণ দেবে বারুইপুরের সেন্ট পিটার্স ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার। শুধু ছেলেরা ভর্তির জন্য আবেদন করবেন।

মোটর মেকানিক্স কোর্সে ২ ও ৪ চাকা গাড়ি মেরামতের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কার্পেন্ট্রি কোর্সে আসবাব তৈরি এবং ডিজাইনিং শেখানো হবে। ইলেক্ট্রিশিয়ানের কোর্সে শেখানো হবে হাউস ওয়্যারিং। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোটর মেকানিক্স কোর্সের ক্ষেত্রে অন্তত মাধ্যমিক এবং কাপেন্ট্রি ও ইলেক্ট্রিসিয়ানের কোর্সের ক্ষেত্রে অন্তত ক্লাস সিক্স পাশ। বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ২২ বছরের মধ্যে। প্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে, অল্প খরচে প্রতিষ্ঠানে থাকা–খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ভর্তির জন্য এখনই যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায় : সেন্ট পিটার্স ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, গোলপুকুর, বারুইপুর, কলকাতা ৭০০ ১৪৫। ফোন : ২৪৩৩–৫০১৬/৮৯১৬।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বরাহনগরে ডেঙ্গু

নিজস্ব প্রতিনিধি : নতুন করে বরাহনগরে বাসা বেধেছে ডেঙ্গুর। এবারে বরাহনগরের ১৮ নম্বর নীলমণি সরকার স্ট্রিটের বাসিন্দা একটি স্থানীয় পত্রিকার কর্মী শম্পা চক্রবর্তী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন। গত প্রায় পাঁচদিন ধরে অল্প বিস্তর সর্দি জ্বর কাশির উপদ্রবে ভোগার পরে রক্ত পরীক্ষায় তার শরীরে ডেঙ্গুর জীবাণু মেলে। মাস চারেক আগে শম্পা চক্রবর্তীর বাবা ও কাকা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন। বরাহনগর হাসপাতালের চিকিৎসার উপর এই পরিবারের আস্থা হারিয়েছে।

অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া পুর নিগমের উদ্যোগে বালি গোস্বামী পাড়া রোডের ৫২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রবীর রায় চৌধুরির খাস তালুকেই একটি বহুতলের বেআইনি নির্মাণ ঘিরে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই বহুতলের নিচেই রয়েছে প্রবীরবাবুর কাউন্সিলর অফিস। সুতরাং কি করে পুনরায় বেআইনি ভাবে বহুতলের উপরে নির্মাণ কাজ হল তা নিয়ে ধন্দে স্থানীয় মানুষজনেরাই। এই বিষয় প্রবীরবাবু বলেন তারাই নাকি প্রথমে এই বেআইনি নির্মাণের বিষয়ে হাওড়া পুরনিগমে জানান। অভিযোগ পেয়ে হাওড়া পুরনিগমের আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়াররা পুলিশের সাহায্য নিয়ে এই বহুতলের উপরে নির্মিত বেআইনি অংশ ভেঙে দেন।

জলে ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের রাজ্যধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালপুকুর এলাকায় প্রমোদ পল্লির একটি পুকুরে ডুবে মারা যায় অভিরূপ মজুমদার ও গৌতম কুমার রায় নামে ওই গ্রামেরই দুই শিশু। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

কৃষক সমিতির সভা

বাপি লাল দে : সোমবার দুপুরে হাওড়া শ্যামপুরের ২ নম্বর কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে বেশ কিছু দাবি দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিবাদ সভা থেকে রাজনৈতিক রং না দেখে গরিব মানুষদের একটি করে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া, নিরপেক্ষভাবে সাধারণ গরিব জনগণের মধ্যে একশো দিনের কাজের যথার্থ প্রয়োগ ঘটানো এবং রাজ্যের প্রকৃত স্থানীয় বাসিন্দাদের ডিজিট্যাল রেশন কার্ড বন্টনের ব্যবস্থা সহ মোট তিন দফা দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যেই এই প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। কৃষক সমিতির সভাপতি মহেন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে সভা চলাকালীন একটি প্রতিনিধি দল শ্যামপুকুর ২ নম্বর ব্লক আধিকারিকের কাছে দাবি সনদ তুলে দে। সভায় হাজির ছিলেন শ্যামপুর হাওড়ার কৃষক সমিতির নেতা পরেশ পাল।

হাসার পর হালামি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গড়িয়ায় চোলাইয়ের কারবারী হাসা গ্রেফতার হওয়ার পর এবার আর এক কুখ্যাত ক্রিমিনাল কৃষ্ণ পুলিশের জালে ধরা পড়ল। কে এই কৃষ্ণ? আসল নাম কৃষ্ণ নয়। সে এই ছদ্ম নামে গড়িয়ায় এসে চোলাই ও অন্যান্য বেআইনি কাজকর্মের কুখ্যাত দুষ্কৃতী হয়ে ওঠে। কৃষ্ণের আসল নাম আসা হালামি শেখ। বাংলাদেশে ক্রাইম করে গড়িয়ায় এসে আশ্রয় নেয় হাসার কাছে। বহু কুকর্মের নায়ক এই হালামি শেখ বর্তমানে সোনারপুর থানার লক আপে। বারুইপুর কোর্টের নির্দেশে চার দিনের পুলিশ হেফাজতে হালামি ছিল হাসার চোলাই ব্যবসার পার্টনার। শোনা যায় বেশ কয়েক বছর আগে গড়িয়ায় তৃণমূল কর্মী বিকাশের খুনের পিছনে ছিল হালামি। এলাকা সূত্রে খবর এই হালামি শেখ জাল পাসপোর্ট করে গড়িয়ায় চলে আসে, শুধু তাই নয় জাল ভোটার কার্ডও সে ব্যবহার করত। হালামির কোমরে সর্বদা গোঁজা থাকত পিস্তল। গুলি চালাতে দ্বিধা করত না সে। তাবড় তাবড় নেতারা ভয়ে কাঁপত হালামির সন্ত্রাসে। এখানেই শেষ নয় তৃণমূলের ওয়ার্ড কমিটিতে যে সব সিন্ডিকেট বাহিনী থাকে তারাও এই হালামি শেখের ভয়ে থর হরি কম্প। এ হেন গ্রেফতারে সোনারপুরবাসী এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে।

মাদকদ্রব্য আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা নোদাখালি থানার আইসি বিশ্বজিত পাত্র'র তৎপরতায় ১১ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গত ২৯ জুলাই দুপুরবেলা মুচিশা হরিদা কৃষি শিল্প বিদ্যালয়ের কাছে একটি ট্যাক্সিকে আটক করে পুলিশ। বিশেষ সূত্র মারফৎ পুলিশের কাছে খবর ছিল ওই গাড়িতে গাঁজা আনা হচ্ছে। গাড়িটি তল্লাশি করে নোদাখালিথানার পুলিশ ১১ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুর থানা এলাকা থেকে মণিরুল শেখ (৩২) এবং আসমল শেখ (২৬) নামে দুই যুবক গাঁজা আনছিল। ওই দুজন সমেত গাড়ির চালক কৃষ্ণপ্রসাদ গুপ্তকে গ্রেফতার করা হয়। ওই গাঁজা বিক্রি করার জন্য আনা হচ্ছিল। মোহনপুরের বাসিন্দা বরহান মন্ডলকেও এই অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তিকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতদের ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। ওই ঘটনার পর নোদাখালি থানা এলাকা জুড়ে তল্লাশি চলছে। নোদাখালি থানা এলাকায় গাঁজা ও চোলাই মদের ব্যবসা রমরম করে চলছিল। নতুন আইসি বিশ্বজিৎ পাত্র দায়িত্ব নেওয়ার পর, বিভিন্ন জায়গায় জোর তল্লাশি শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ব্যর্থ আস্ফালন...

রাজ্যে এখন পাড়ি জমিয়েছে ডেঙ্গি মশারা। চিন্তিত হয়ে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কড়া নির্দেশ জারি করেছেন কোথাও জল জমিয়ে রাখা যাবে না। বিশেষ করে স্কুল, হাসপাতাল, যেখানে নিত্য যাতায়াত শিশু থেকে বৃদ্ধদের সেখানে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বেগের কারণ ইতিমধ্যেই রাজ্যে ডেঙ্গিতে প্রাণ দিতে শুরু করেছে অনেকে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জানেন কী? তাঁরই রাজ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকে এভাবে দিনের পর দিন কাটাতে হয় কচি–কাঁচাদের। যেখানে মিড ডে মিল খেতে পাড়ি দিতে হয় জমা জলের মধ্যে দিয়ে। মশা কেন, সাপ খোপ, পোকামাকড়ের কামড় খাওয়া নিত্য দিনের ঘটনা। অথচ ব্লক প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই পরিস্থিতি বদলাবার। এই ছবি দুটি সামান্য উদাহরণ মাত্র। জেলায় জেলায় স্বাস্থ্য দফতরের অকর্মন্যতায় এভাবেই চলে নিত্য দিন। এবার স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর ঘুম ভেঙেছে। তাঁর প্রশাসনের ঘুম ভাঙবে কিনা তা আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই বোঝা যাবে। ছবি কি বলছে–নামখানা রাজরাজেশ্বরপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এইভাবে যায় মিড ডে মিল খেতে (বাঁদিকে)। ওই ব্লকেরই দক্ষিণ দুর্গানগর বিদ্যালয়ে এভাবেই আসে যায় কচি–কাঁচারা।

ছবি: মধুশ্রী আচার্য

মথুরাপুরে ডেঙ্গুতে মৃত্যু এক ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত মঙ্গলবার সকালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় মথুরাপুর থানার ঝালঘাট গ্রামে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ১৬ বছরের জ্যোতি বৈরাগীর। ঝালঘাট গ্রামের বাসিন্দা জ্যোতির বাবা তারাচাঁদ বৈরাগী দিনমজুরির কাজ করে। জ্যোতি মথুরাপুর কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলে কলা বিভাগে একাদশ শ্রেণিতে পড়ত। গত ২৫ জুলাই ছাত্রী জ্যোতি বৈরাগী মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে গত ২৯ জুলাই কলকাতার বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে। অবশেষে গত ৩০ জুলাই পার্কসার্কাস টিএএ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ছাত্রীকে। পরীক্ষার ধরা পড়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত জ্যোতি। কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলে ও তার পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। এরপরে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের রক্ত পরীক্ষা করার জন্য কলকাতার ট্রপিকল থেকে ৩ আগস্ট ৮ জনের প্রতিনিধি দল আসে। মথুরাপুর কেন্দ্রের সাংসদ তৃণমূলের সিএম জাটুয়া বলেন, ঘটনাটি সত্যিই খুব দুঃখজনক। মুখ্যমন্ত্রী ডেঙ্গু বিষয়ে সচিবদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করবেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এই জেলার প্রাথমিক স্কুল, হাইস্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত প্রমুখ স্থানে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলা শাসক এবং বিভাগীয় দফতরে বলা হয়েছে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। মৃত ছাত্রীর পরিবারের পক্ষে সরকার আছে। সব রকমভাবে সাহায্য করা হবে। ডায়মন্ড হারবার সদর সিএমওএইচ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় জানান ডেঙ্গুতে একজন মারা গিয়েছে রিপোর্ট হাতে এসেছে বিষয়টি নজরে আনা হয়েছে এবং খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নতুন পর্যটনের হাতছানি

মেহেবুব গাজী

এতদিন সমুদ্র সৈকত দিঘার পরেই পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় ছিল বকখালি। কিন্তু এবার সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমার জি–প্লটের গোবর্ধনপুরে গড়ে উঠতে চলেছে আরও একটি নতুন পর্যটন কেন্দ্র। সড়ক পথে পর্যটকদের এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে যাতায়াতের সুবিধার্থে একটি পাকা সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হলেও আরও একটি পাকা সেতু তৈরি প্রস্তাবনার মধ্যে রয়েছে এই দুটো পাকা সেতুর কাজ শেষ হলেই আপাতত কেন্দ্রটি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে আশা করছেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। রাজ্য সরকারের নির্দেশে ইতিমধ্যে 'পরিবেশ বান্ধব' হিসাবে এই পর্যটন কেন্দ্রটি সাজিয়ে তুলতে একজোট হয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে পর্যটন দপ্তর, সেচদপ্তর, বন দপ্তর, রাজ্য পুলিশ সহ দক্ষিণ ২৩ পরগনা জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, 'পরীক্ষামূলকভাবে সমস্ত প্রক্রিয়া প্রায় শেষ। ব্রিজ দুটোর কাজ সম্পন্ন হলেই দ্রুত পরিবেশ বান্ধব পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গোবর্ধনপুরকে পর্যটকদের কাছে খুলে দেওয়া হবে।'

গত কয়েক বছর বাঁধ ভাঙা গড়ার খেলায় বঙ্গোপসাগরের বুকে নতুন করে তৈরি হয়েছিল এই বালিয়াড়ি। প্রায় ১৫ কিমি লম্বা ও চওড়ায় ১০ কিমি দৈর্ঘ্য এই বালিয়াড়ির। সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে বালিয়াড়ির বেলাভূমিতে। এই বালিয়াড়ির চারপাশজুড়ে রয়েছে ঘন ঝাউ, গরান, সুন্দরী, হেঁতালের জঙ্গল। সেই জঙ্গলে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনার পাশাপাশি বিস্তীর্ণ বালিয়াড়িতে লাল কাঁকড়ার আনাগোনা এবার পর্যটকদের মন টানবে বলে আশা জেলা প্রশাসনের। বছর দেড়েক আগে জলপথে সুন্দরবন ভ্রমণে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসে পাথরপ্রতিমার এই দ্বীপটি। সুন্দরবনের নির্জন এই দ্বীপটি মুখ্যমন্ত্রীর খুব প্রিয় বলে দাবি জেলা প্রশাসনের।

মূলত, জি–প্লট দ্বীপের দক্ষিণ–পূর্ব দিকে ক্রমাগত পলি জমতে জমতে তৈরি হয়েছিল এই বেলাভূমি। পাশেই রয়েছে ইন্দ্রপুর, দাসপাড়া ও গোবর্ধনপুর গ্রাম। এই বেলাভূমিতে পৌঁছাতে জি–প্লট দ্বীপের ঘাট থেকে তৈরি হয়েছে প্রায় ২০ কিমি পাকা রাস্তা। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার সেই রাস্তায় ইতিমধ্যে যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে। প্রশাসন সূত্রের খবর, পর্যটকদের থাকা–খাওয়ার জন্য আগামী দিনে তৈরি করা হবে আধুনিক মানের পরিবেশ বান্ধব লজ ও কটেজ। পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য ইন্দ্রপুরে একটি কোস্টাল থানা আগেই গড়ে তোলা হয়েছে। সুন্দরবন দপ্তরের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই বনশ্যামনগর ও জি–প্লটের মধ্যে সড়ক যোগাযোগের জন্য চালতাবুনিয়া নদীর উপর পাকা সেতু তৈরির কাজ চলছে। অন্যদিকে অচিন্ত্যনগরের উত্তর প্রান্ত থেকে বনশ্যামনগরে সড়ক যোগাযোগের জন্য পাখিরালা নদীর উপর পাকা সেতু তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। যেহেতু এই নদী পথ আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে চিহ্নিত তাই সেতুর উচ্চতা বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে। এই পর্যটন কেন্দ্রের কাছাকাচি ধনচি, কলস, চাঁদমারি, বনিক্যাম্প ও ভাগবতপুর কুমির প্রকল্পের মত সুন্দরবনের আকর্ষণীয় কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়াও এই পর্যটন কেন্দ্রের মধ্যেই একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা গড়ে তোলার কথা রয়েছে। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।আগামী দিনে এই পর্যটন কেন্দ্র চালু হলে এলাকার বাসিন্দাদের আর্থ–সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নতি হবে বলে আশা জেলা প্রশাসনের কর্তাদের। পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গড়ে উঠতে চলেছে এই পর্যটন কেন্দ্র। পর্যটকেরা সড়কপথে সরাসরি মথুরাপুরের নন্দকুমারপুর থেকে অচিন্ত্যনগর, বনশ্যামনগর হয়ে জি–প্লটে এই পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে। আশা করছি দ্রুত কাজ শুরু হয়ে যাবে। এই পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠলে বদলে যাবে এই দ্বীপাঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রা।' তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো তৈরির আগে রাজ্য সরকার যদি দ্বীপের সমুদ্র বাঁধ মেরামতের কাজ সম্পন্ন করত তাহলে আরও ভাল হতো।

পান্ডুয়া ব্লকে কৃষক দিবস

বিশেষ প্রতিবেদন: গত শুক্রবার ২৯ জুলাই পান্ডুয়া ব্লকের কৃষি দফতরে কৃষক দিবস উদযাপন হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় সরকারের চিন্তভাবনায় আত্মা প্রকল্প এবং রাজ্যের কৃষি দপ্তরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় প্রতি ব্লকে বছরে একদিন কৃষক দিবস পালন করা হয়। এইদিন ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের চাষিদের মধ্যে উন্নত পদ্ধতিতে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্যামল দাস নামে এক কৃষককে বিগত প্রায় ৭ বছর ধরে উন্নত পদ্ধতিতে ড্রাম সিডার, শ্রী পদ্ধতিতে আমন ও বোরো ধানের চাষ করার জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে। তার চাষের পদ্ধতি লাভজনক হওয়ার জন্য ব্লকের অন্যান্য চাষিদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অবশ্য এই ব্যাপারে বিটিএ সুনীপা মুজমদার এলাকায় কৃষকদের পাশে সবসময় থেকে এবং চাষবাসের নানা উপদেশ দিয়ে কৃষির উন্নতি সাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

ওই দিনের অনুষ্ঠানে ব্লকের সব থেকে সফল কৃষক শ্যামল দাস মহাশয়কে আত্মা প্রকল্পে কৃষিরত্ন সম্মানে ভূষিত করে মুখ্যমন্ত্রীর সইসহ একটি প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার হিসাবে দশ হাজার টাকার একটি ব্যাঙ্ক চেক অনুষ্ঠানে প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিএ বুলবুল মন্ডল, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ, পান্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতি শেখ বদরুদ্দিন হায়দার, সেক্রেটারি সরাই এস কে ইউ এস পান্ডুয়া নাসিম মন্ডল ববি বাউল দাস প্রধান খিরকুন্ডি নামাজ গ্রাম নিয়ালা গ্রাম পঞ্চায়েত পান্ডুয়া ব্লক এবং আত্মা প্রকল্পে ব্লক টেকনোলজি ম্যানেজমেন্টের বিটিএ সুনীপা মজুমদার, এটিএ এবং প্রায় ৫০ জন পান্ডুয়া ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের উৎসাহী কৃষক।

মন্দির চত্বরে অবাধে গাঁজার কারবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণেশ্বর মন্দির এলাকায় মদ, জুয়া, সাট্টার সঙ্গে এখন রমরমিয়ে চলছে গাঁজা কেনা বেচা এবং তা পুলিশের নাকের ডগাতেই। দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে বেরিয়ে যে রাস্তাটি সরাসরি চলে গিয়েছে ডানদিকে বেঁকে আলমবাজার মঠের দিকে, ঠিক ডানদিকে বেকতেই পড়বে ব্রিজের তলায় বিএসএফ ক্যাম্প এলাকা। সেই ক্যাম্প এলাকার কাছেই ব্রিজের তলাতে বিক্রিসহ খাওয়া দাওয়া চলছে গাঁজা কারবারিদের মধ্যে অবাধেই। যা গত মঙ্গলবার (২৬/৭/১৬) দাড়িয়ে থেকেই বোঝা গেল। এমন কি গাঁজা বিক্রি তা নির্বিঘ্নে কলকের মধ্যে গাঁজা পুরে নিরিবিলিতে আরামে গাঁজার সুখটান দিয়ে চলেছেন দেখা গেল গাজা বিক্রির এলাকায় দাঁড়িয়ে থেকেই। অথচ সামনে যাত্রীদের নিরাপত্তার কাজে সদা সর্বদা ব্যস্ত পুলিশ কর্মীরা নাকের ডগায় ঘুরপাক খাচ্ছেন। কিন্তু দেখেও না দেখার ভান করে চলেছেন পুলিশ কর্মীরা। যেন এ কোনও ব্যাপারই নয় বলে

বোঝাতে চাইছেন পুলিশ কর্মীরা। মাঝে মধ্যেই কখনও রিক্সা চালক কখনও ভ্যান চালকের দল বা কখনও সখনও একা এসেই ঝপ করে চারিদিকে ইতি উতি চেয়ে নিমিষের মধ্যে ঝোলা থেকে পয়সা খপ করে বের করে গাঁজা বিক্রেতাকে ছুড়ে দিতেই গাঁজা বিক্রেতাও সময় নষ্ট না করে চারদিকে একবার পরখ করেই খদ্দেরের হাতে নিমেষে তুলে দেয় গাঁজার পুটুলি। আর সঙ্গে সঙ্গেই কোমরে গুঁজে নিয়ে চম্পট দেয় খদ্দেরদের দল। তবে এই বিক্রি বাট্টার কাজ কিন্তু দুতিন মাসের নয়। চলছে অবলীলায় প্রায় বছরের পর বছর ধরে জিজ্ঞেস করে জানা গেল স্থানীয় দোকানদার এবং কিছু রিক্সা চালকদের কাছ থেকেই। এই বিষয়ে পুলিশ কর্মীদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন আমি জানি না, গিয়ে উপরতলায় জিজ্ঞেস করুন বলে এড়িয়ে যান তারা প্রেস কার্ড না দেখাবার কারণে।

মহানগরে

ঐতিহাসিক স্কুলে প্রথম সৌরবিদ্যুৎ

প্রিয়ম গুহ : প্রথম সৌরবিদ্যুৎ চালিত বিদ্যালয় হিসাবে জায়গা করে নিল দক্ষিণ কলকাতার ঐতিহাসিক সাউথ সাবার্বান স্কুল (মেন)। ২ অগাস্ট প্রাক্তন ছাত্র তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এর উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, মন্ত্রী হয়ে তার ছোটবেলার স্মৃতিবিজরিত বিদ্যালয়কে উপহার দিলেন তিনি এই প্রকল্পটিকে। প্রায় ৩২টি সোলার প্যানেল দ্বারা পুরো বিদ্যালয়কে আলোকিত করছে স্বয়ং সূর্যদেব। এইদিন বিদ্যালয়ের তরফ থেকে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় মন্ত্রী হওয়ায় তাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিবেকের কর্ণধার কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান তমোনাশ ঘোষ। এঁরা দুজনেই এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার পুরপিতা রতন মালাকার। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি তপন দাস তিন শতাব্দী ছুঁয়ে থাকা এই বিদ্যালয়কে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের সহযোগিতা চান। প্রাক্তন ছাত্র মন্ত্রী তাঁর ছোটবেলার বিদ্যালয়কে ঘিরে যা স্মৃতি তা দিয়েই বর্তমান ছাত্রদের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তার বক্তব্য রাখেন। মঞ্চে উপস্থিত তার প্রাক্তন ছাত্ররা বিদ্যালয়ের আঙিনায় হয়ে ওঠে নস্টালজিক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের পরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ। কেউ বাঁশি বাজিয়ে, আবৃত্তি ও গানে মুগ্ধ করে সকল দর্শককে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস ভট্টাচার্য সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে ইতি টানেন।

ভর্তুকিযুক্ত গ্যাসের দর বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত ছ'বছরে এই প্রথম ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাসের দাম বাড়লো। ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাসের দাম গত ১ আগস্ট থেকে সিলিন্ডার প্রতি পূর্বের দাম ৪১৯.১৮ টাকার সঙ্গে ৫.৯১ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান মাস থেকে ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার প্রতি দাম দাঁড়িয়েছে ৪২৫.০৯ টাকা। আর অন্যদিকে ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার প্রতি দাম ৫১.৫০ টাকা কমে চলতি মাস থেকে নতুন দর হয়েছে ৫১৪ টাকা। ফলস্বরূপ, ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাসের দাম হ্রাস আর ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ঘটায় চলতি মাসে রান্নার গ্যাসের গ্রাহকরা সিলিন্ডার ডেলিভারি নিলে সিলিন্ডার প্রতি ৮৮.৯১ টাকা তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভর্তুকি পাবেন। ইন্ডিয়ান অয়েল সূত্রে এখবর জানা গিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য বর্তমান এনডিএ সরকারের ভাবনা ধীরে ধীরে এই ধরণের ভর্তুকি ঘাতক বিষয়গুলিকে যতোটা সম্ভব দেশ থেকে মুছে ফেলা। মোদি সরকার গত ২৬ মাসে এ বিষয়ে অনেকটাই সফল।

ঘাতক জ্বরের দাপট তিলোত্তমায়

বরুণ মন্ডল

বাংলা বছরের তিন বছরের তিন মাস শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাসের দিনগুলিতে দিনরাতের ২৪ ঘন্টার মধ্যে সকালের সাতটা থেকে ন'টা আর বিকেলের পাঁচটা থেকে ছ'টা, দিনের এই তিন ঘন্টা যদি সদা সতর্ক থাকেন তাহলে এই মহানগরবাসীদের পতঙ্গবাহিত রোগ ডেঙ্গির হাত থেকে রক্ষে আর তা না হলেই মহাবিপদ। কারণ ডেঙ্গির প্রতিষেধক বাজারে এখনও আসেনি। ডেঙ্গির হাত থেকে বাঁচতে উপায়, 'হু'–র নির্দেশিকা মোতাবেক, স্ত্রী এডিস মশার বংশ ধ্বংস ও কামড় এড়ানোই একমাত্র উপায়। চলতি ঘর সুখে এ পর্যন্ত মহানগরে ডেঙ্গির জীবাণু মিলেছে ১৩৫ জনের শরীরে। পুরসূত্রে খবর, ধর্মতলা (বরো–৬) পার্ক সার্কাস (বরো–৭), টালিগঞ্জ (বরো–১০), যাদবপুর (বরো–১১), যাদবপুর–টালিগঞ্জ (বরো–১২), বেহালা পূর্ব (বরো–১৩) এবং বেহালা পশ্চিম (বরো ১৪) চত্বরে পতঙ্গবাহিত রোগের প্রকোপ সব থেকে বেশি। এদিকে পুর স্বাস্থ্য দফতরের 'র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম'সহ অন্যান্য মশা ধ্বংসের কর্মীগণ ওইসব এলাকার ওয়ার্ডগুলিতে নিয়মিত অভিযান শুরু করেছে। পুর চার পতঙ্গ বিশেষজ্ঞগণের মতে, ম্যালেরিয়ার মশা উড়তে পারে একবারে আড়াই কিলোমিটার পর্যন্ত। আর ডেঙ্গির মশা (স্ত্রী এডিস) উড়তে পারে ৫০ থেকে ১০০ মিটার। ডেঙ্গির পাশাপাশি মরসুমে মহানগরে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব চিন্তা আর বাড়িয়ে দিয়েছে পুরবার্তাদের। আর স্ত্রী এডিস মশার শরীরে একবার ডেঙ্গি–ভাইরাস প্রবেশ করলে বংশানুক্রমে বাহিত হয়। পরের প্রজন্মের স্ত্রী–এডিস মশাকে আর ডেঙ্গি রোগীর শরীর থেকে ওই জীবাণু নিতে হয় না।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ৬ আগস্ট – ১২ আগস্ট, ২০১৬

পশ্চিমবঙ্গ থাক পশ্চিমবঙ্গেই

ছাত্র জীবনে নামকরণের স্বার্থকতা নিয়ে উত্তর লেখার স্মৃতি প্রায় কমবেশি সবারই আছে। ব্যক্তি জীবন থেকে সমাজ জীবন সর্বত্রই নাম মাহাত্ম্য উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে থাকে। যদিও পাশ্চাত্যের পন্ডিত মহলে 'নামকরণে কী এসে যায়' এমন ভাবনার শরিক বহু বিদ্বজ্জন, সাহিত্যিক, রাজনীতিকরা। বাম আমলের এক পুরাতন ভাবনাকে নতুন মোড়কে বাংলার বর্তমান পরিবর্তনের কান্ডারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাজারজাত করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের বায়নায় বাজারে বহু 'বিদ্বজ্জনকে' নামিয়েছেন তিনি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় এক সভায় পশ্চিমবঙ্গ নামের বাধ্যবাধকতার কারণে শেষ দিকে বক্তা হতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই ক্ষোভ, সেই অভিমান হয়তো বা চেতনে কিংবা অবচেতনে তাঁর এই নবতম নাম পরিবর্তনের অনুসঙ্গ হলেও হতে পারে। বাংলার অনেক প্রথিতযশা সাহিত্যিক একই সুরে বেজে উঠেছেন। বাম আমলে পশ্চিমবাংলার অতীত ইতিহাস ব্যথা, যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেওয়ার সূক্ষ্ম পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিল আলিপুর বার্তা সেদিন। একটা জাতি তার অতীত শিকড় যদি হারিয়ে ফেলে তাহলে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আগামী দিনে যাতে গোর্খাল্যান্ড কিংবা গ্রেটার কোচবিহার ভাবনা পশ্চিমবঙ্গবাসীর ভিতর পল্লবিত হওয়ার সুযোগ কিংবা শিক্ষা না গড়ে ওঠে তার জন্যই পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গে থাকা জরুরি। অখন্ড বঙ্গদেশের বিস্তার ত্রিপুরা–অসমকে স্পর্শ করেছিল। ব্রিটিশ চক্রান্তে দেশভাগ–পূর্ববঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। স্রেফ বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার্থে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। তারও আগে স্বাধীনতা হস্তান্তরের সময় ব্রিটিশ পরিকল্পনার সঙ্গে পাকিস্তান পন্থী নেতৃত্ব ঠিক করেছিল গঙ্গাপাড়ের কলকাতা চলে যাবে পূর্ব পাকিস্তানে। রক্তাক্ত গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং–এর স্মৃতি এ প্রজন্মের কাছে অতীত হলেও ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দেওয়া যায় না সেদিনের সেইসব ঘটনা। এক লহমায় মুছে গিয়েছিল বহু হিন্দু পরিবারের ইতিহাস, ভূগোল সবকিছু। জাতপাতের সাজানো চক্রান্তে জমি দখলের বর্বরতায় গঙ্গা–পদ্মার জল মানুষের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। বৃহত্তর বঙ্গের পশ্চিমপ্রান্ত রক্ষা পেয়েছিল বাংলার অন্যতম নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব ও আন্দোলনের ফলে। রাজনীতির কোনও 'হিডেন অ্যাজেন্ডা' নয়, কোনও 'মাইলেজ' নয়, পশ্চিমবঙ্গবাসীর অতীত ইতিহাসের প্রতি অসম্মান না করতেই নাম পরিবর্তনের ভাবনার পরিবর্তন ঘটুক। রাষ্ট্রসংঘের সভাতেও 'ইন্ডিয়া' নামের কারণে পিছিয়ে থাকলেও জগৎসভায় 'ভারত'কে শ্রেষ্ঠ আসন লাভের জন্য ইংরাজি অক্ষরের কাছে আত্মসমর্পণ জরুরি নয়। পূর্ব এবং পশ্চিম জার্মানি একত্রিত হওয়ার পূর্বে নাম পরিবর্তন করেনি, ভিয়েতনামের ক্ষেত্রেও একই বিষয় ঘটেছিল। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াও ইতিহাসকে সম্মান দিয়ে চলছে। আত্মবিস্মৃত বাঙালি শুধুমাত্র 'পরিবর্তন'–এর মোহে তার অতীত গরিমা, তার আগামীর পথচলাকে যেন রাজনীতির আলো–আঁধারে হারিয়ে না ফেলে।

অমৃত কথা

বেদ অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মের এবং ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ–শিক্ষকত্বের রক্ষার জন্য ভগবান বারংবার শরীরধারণ করেন, ইহা স্মৃত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়; পুররুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়। প্রত্যেক পতনের পর আর্যসমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া, পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্যবান হইতেছে ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

প্রত্যেক পতনের পর পুনরুত্থিত সমাজ অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছেন; এবং সর্বভূতান্তর্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারের আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

বারংবার এই ভারতভূমি মুর্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।

কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্তমান গভীর বিষাদ রজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।

এবং সেই জন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্যের সমক্ষে পুনঃ পুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।

পতনাবস্থায় সনাতন ধর্মের সমগ্রভাব সমষ্টি অধিকারবিহীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আকারে পরিরক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছিল।

এই নবোত্থানে নব বলে বলীয়ান মানবসন্তান বিখন্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টিকৃত করিয়া ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে; এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে; ইহার প্রথম নিদর্শনস্বরূপ শ্রীভগবান পরম কারুণিক, সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাবসমন্বিত, সর্ববিদ্যা সহায় যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

ফেসবুক বার্তা

কিশোর কুমারের শবদেহ নিয়ে উত্তর প্রদেশে এই ভাবেই অগ্রসর হয়েছিল শোক মিছিল। যাতে যোগ দিয়েছিলেন অগণিত কিশোর ভক্ত। প্রয়াণের এতো বছর পরেও তাঁর গান আজও মোহিত করে নয়া প্রজন্মকে। ছবি : ফেসবুকের সৌজন্যে।

গণতন্ত্রের ম্যাল প্র্যাকটিস করে আখেরে দলেরই ক্ষতি করছে তৃণমূল কংগ্রেস

নির্মল গোস্বামী

২১ জুলাই সভাতে সিপিএম ও কংগ্রেসের এমএলএ ও পুরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিল। লক্ষ লক্ষ তৃণমূল সমর্থকেরা উল্লাসে করতালিতে মুখরিত করল সমাবেশ চত্বর। মঞ্চে উপবিষ্ট নেতারা গদগদ মুখে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। মিডিয়াকূলও এই সংবাদ পরিবেশন করে কতনা কৃতিত্বের অধিকারী হল। অবশ্য এই প্রথম নয়। এর আগেও তৃণমূল ক্ষমতায় আসা ইস্তক অন্য দলের এমএলএ, জেলাপরিষদের, সমিতির, পঞ্চায়েতের পুরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দল ভাঙিয়ে নিজেদের দল ভারি করছে এবং অনেক পুরসভা পঞ্চায়েত দখল করেছে। এই যে এক দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অন্য দলে চলে যাচ্ছে অনেক সময় এরা দলত্যাগ আইনের ফাঁক গলে চলে যায়। তাদের প্রতিনিধিত্বের পদ খারিজ হয় না। আমরাও আর তাই নিয়ে কোনও দায় অনুভব করিনা। আর যারা দল ভারি করছে যে নেতারা সুযোগ সুবিধার টোপ দিয়ে অন্যদলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দলে টানছে তারাও বা সেই দলও খুব খুশি। কত না মহিমা সেই নেতার। তারা দল ভারি করছে কিন্তু অগণতান্ত্রিক পথে। যারা গণতন্ত্রকে সম্মান জানায় না তাদের দ্বারা রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যে সম্ভব নয়, সেটা বোধহয় তারা নিজেরা কোনওদিন ভেবে দেখেনি। তারা ভাবে আমরাই গণতন্ত্রের ধারক–বাহক। একবার যখন গণতন্ত্রের ম্যাল প্র্যাকটিস এর ভাবনা মনে ঠাঁই নেয়, তখন সেই ভাবনা আরও অন্য ক্ষেত্রেও নিজেদের অজান্তে কাজ করে চলে।

তৃণমূল নেতারা যুক্তি দেবে আমাদের দলে আসছে আমরা নেব না? অবশ্যই নেবে। একদল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দিতেই পারে। কিন্তু একজন এমএলএ যখন অন্য দলে যোগ দিচ্ছে তখন যারা গণতন্ত্রপ্রেমী হবে তারা বলবে তুমি আগে এমএলএ পদ থেকে পদত্যাগ কর। তারপরে দলে যোগ দাও। কারণ জনগণ একটা দলের প্রতিনিধি হিসাবে দলকে ভোট দিয়েছে। ভোট যদি নাগরিকদের পবিত্র অধিকার চলা। যেখানে সাধারণ মানুষের গণতন্ত্র ধ্বংস হচ্ছে সেখানে নৈতিকতার প্রশ্নটার প্রথম আসা উচিত। কারণ শাসক দল তারাই, সরকার তারাই, তারাই রাজা। তাই রাজার নৈতিকতা থেকে প্রজারা অনুপ্রাণিত হয়। আর প্রজারা যদি বিপথগামী হয় তাহলে রাজ্য বিপথগামী হবে। সেইজন্য মনু নেত্রীর উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হওয়ার জন্য যোগদান করেছি তাদের মতো বড় মিথ্যাবাদী আর দুটো হয় না। দুমাস আগে যে লোকটা তৃণমূল দলের বিরোধিতা করেছে, মানুষকে বুঝিয়ে ভোট নিয়েছে কংগ্রেস কিংবা সিপিএম দলে পক্ষে সেই মানুষটা বিগত পাঁচ বছরের কোনও উন্নয়ন দেখতে পেল না। নিয়ে যাবে এই তো কাজ। সরকারি দলে যোগ দিলে কি উন্নয়নের জন্য এমএলএ কোটার বাইরে টাকা দেবে সরকার? সরকারের ঘোষিত উন্নয়নের কাজকর্ম যদি বিরোধী দলের এমএলএ–দের এলাকায় না হয় তাহলে তারা প্রতারণা করছে। প্রতারণা করছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে। মুখে তারা যতই বড় বড় কথা বলুক। ফলে এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যারা দল বদল করছে তারা জেনেই যাচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেস গণতান্ত্রিকতার কোনরূপ ধার ধারে না। ফলে যারা যাচ্ছে তারাও সেটাই চায়। তারাও গণতন্ত্রকে পদদলিত করার বাসনা নিয়েই দলে যোগ দিচ্ছে। সেই সঙ্গে সরকারি দলের সুযোগ সুবিধা ভোগ করার তীব্র বাসনার তাড়নায় তারা তাড়িত। তা না হলে তৃণমূলের এই যে অগণতান্ত্রিক মনোভাব বা কাজকর্ম তার বিরুদ্ধে জনগণকে নিয়ে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য আন্দোলন করার কথা ছিল।

এই সব লোভী বেইমানদের নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস দল ভারি করছে কেন? কারণ তারা চায় ওই ধরনের কামানেবালা কর্মী। যারা দলের কোনও কাজে কোনও প্রশ্ন করবে না। তৃণমূল নেত্রী যতই দ্বিতীয় ইনিংস অন্য ভাবে সূচনা করার লোক দেখানো কথা মুখে বলুক তার কাজকর্মে কিন্তু তা প্রতিফলিত হচ্ছে না। ভাঙড়ের সিপিএম নেতা যে যুবকংগ্রেসের কর্মী খুনের মামলায় অভিযুক্ত, যিনি কোর্টের নির্দেশে এলাকায় ঢুকতে পারে না সেই সিপিএম কর্মীকে কেন দলে নিল? ৩৪ বছর ধরে যে লোকটা হার্মাদগিরি করে গেলেন সেই রেজ্জাক মোল্লাকে দলে নেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? সদ্য নির্বাচনের সময় তৃণমূল কর্মী খুনের আসামী বিধায়ক মানসবাবুর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হতো না। ভিতরে কী রাজনীতির খেলা ছিল তা সাধারণ মানুষ জানতে যাবে না। তারা শুধু বোঝে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মানে দোষী।

সেই খুনের অভিযুক্তের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের এতো দরদ কেন? এই যে অন্যদলের দাগীদের এবং নির্বাচিত লোভী, রাজনীতির জ্ঞানশূন্য, প্রতিনিধিদের দলে নিচ্ছে যারা তাদের যে ভালো উদ্দেশ্য নয় তা পরিষ্কার। এই সব লোক নিয়ে স্বচ্ছ রাজনীতি যে করা যায় না তা সকলেই জানে। যারা একটা দলের সঙ্গে জনগণের সঙ্গে বেইমানি করে এলো তারা নেত্রীর ঝান্ডা হাতে নিলেই সব সাধুপুত্র হয়ে যাবে। এমন জাদু কাঠি যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে থাকত তাহলে মদন মিত্রকে জেলের ভাত খেতে হতো না। মুকুল রায়কে এক বছর দল থেকে বাইরে থাকতে হতো না। আর এমপি মন্ত্রীদের নারদ হুল থেকে বাঁচাতে পুলিশকে দিয়ে তদন্ত করাতে হত না যে কে বা কারা আমার নাবালক এমপি মন্ত্রী এমন কি এসপিকে পর্যন্ত চক্রান্তে ফাঁসালো।

তাই ফলেই গাছের পরিচয় এই সত্যে যাদের বিশ্বাস আছে তাদের কাছে তৃণমূলের দ্বিতীয় ইনিংস তেমন আশার আলো দেখাতে পারছে না। বরং যথা পূর্বং তথা পরং। আগে শুনতাম অন্য দলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এখন পশ্চিমবঙ্গে চিত্র হল প্রতিদিন তৃণমূলের হাতে তৃণমূল কর্মী খুন হচ্ছে। ২১ জুলাইয়ের ঠিক আগে নন্দীগ্রামে জ্যান্ত পুড়িয়ে তিনজন তৃণমূল কর্মী খুন হল তৃণমূলেরই হাতে। গণতন্ত্রের ম্যাল প্র্যাকটিস যদি তৃণমূল দল বন্ধ না করে তাহলে এই চিত্র আরও বাড়বে। তুমি ত্যাগ করতে এসেছ আমি ত্যাগ করতে এসেছি, তুমি উন্নয়নে সামিল হতে এসেছ আমিও উন্নয়নে সামিল হতে এসেছি তাহলে দ্বন্দ্ব কেন? যদি তুমিও কামাতে এসেছ আমিও কামাতে এসেছি সেখানে স্বার্থহানী হলেই দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী।

হাম তো চলে ...

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ১৯৮০ সালের ৩১ জুলাই বিকাল সাড়ে ৪টা। এই দিনটা ভারতের সঙ্গীত জগতে এক বিশাল করুণ ও শোকের দিন। দিনটা এশিয়া মহাদেশের ও ভারতের এই শতাব্দীর মহান গায়ক মহম্মদ রফির মৃত্যু দিবস। যা আজ ৩৬ বছর পরেও মনে হয় যেন কাল পরশুর ঘটনা।

মহম্মদ রফির জন্ম ১৯২৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর। ছোটবেলা থেকেই রফি সাহেবের গানের দিকে বেশি ঝোঁক ছিল। একবার তৎকালীন গায়ক কে এল সায়গল সাহেব রফি সাহেবের গ্রামে একটি অনুষ্ঠানে আসেন। সেই সময় বিদ্যুৎ না থাকার কারণে ১৭–১৮ বছরের রফি খালি গলায় উত্তেজিত জনতার সামনে গান গেয়ে সবার মন জয় করে নেন। তারপর এক নতুন ইতিহাসের শুরু। ১৯৪০–এ শ্যাম সুন্দরের সঙ্গীতে প্রথম এক পাঞ্জাবি ছবি ''গুলাব লোজ'' এ গেয়েছেন— ''সোনিয়ে হিরিয়ে জানিয়ে'' গানটি। তারপর ১৯৪৩–এ নওসাদের সঙ্গীতে কে এল সায়গলের সাথে ''পহেলে আপ'' ছবিতে প্রথম প্লে–ব্যাক করেন। হিন্দুস্থানকে হাম হ্যায় ও ১৯৪৬–এ ''মেরে স্বপনো কি রানী তে রাহী রাহী'' গানটি গেয়ে তিনি আলোড়ন ফেলে দেন। তারপর একের পর এক কালজয়ী গান গেয়েছেন। মহম্মদ রফির গানের জন্য যেসব অভিনেতাদের কথা প্রথমে বলতে হয় তাঁরা হলেন শাম্মি কাপুর ও রাজেন্দ্র কুমার। দিলীপ কুমার, দেব আনন্দ, রাজকুমার এমন কি রাজ কাপুরের জন্য অনেক ছবিতে গান গেয়েছেন তিনি। মাত্র ৫৬ বছর বয়সে কয়েক হাজার ছায়াছবি ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় ২৬ হাজারেরও বেশি গান তিনি গেয়েছেন। তাঁর গাওয়া উল্লেখযোগ্য কিছু ছবির নাম— ''মাদার ইন্ডিয়া, কালাবাজার, কালাপানী, রাজকুমার, সরগম, কাশ্মীর কি কলি, কন্যাদান, আপ আয়ে বাহার আয়ে, বৈজুবাওরা, প্রফেসর, আই মিলন কি বেলা, গুমনাম, ধরতি, হকিকৎ, ফুল বনে অঙ্গারে, মেরে হুজুর, লায়লা মজনু, ওয়ারিশ, জিনে কি রাহ, প্রিন্স, চা–চা–চা, দেশপ্রেমী, আন্দাজ, বরসাত, আদমি, গাইড, আরাধনা, আব্দুল্লা, ধরমবীর, উনিশ–বিশ, বারদাত, সিমা, জংলী, জানওয়ার, ইভনিং ইন প্যারিস, লাভ এন্ড গড, লাভ ইন টোকিও, পেয়্যাসা, সিআইডি, মধুমতি, বচপন, সংঘর্ষ, আদালত, জুগনু ইত্যাদি। তিনি জুগনু ছবিতে দিলীপ কুমারের সাথে অভিনয়ও করেন। সালটা ১৯৪৮। ছবির সুরকার ছিলেন ফিরোজ নিজমী। নওসাদের ছবিতে শেষ গানটি হল ''ধরম কাঁটা'' ছবির দিলকে ধরম মে....., সঙ্গে ছিলেন ভুপিন্দর সিং। কল্যাণজি আনন্দজির সুরে প্রথম গান 'সম্রাট চন্দ্র গুপ্ত' ছবিতে চাহে পাস হো চাহে দূর হো... সঙ্গে লতা মঙ্গেশকর, কল্যাণজি–আনন্দজির সুরে শেষ গানটি হল কাতিলো কি কাতিল ছবির মেরি মোরনি মেরি চোরনি... সঙ্গে লতা।

রাহুল দেব বর্মনের সুরে প্রথম মেহেমুদের ছবি ''ছোটে নবাবের''র গান এলাহি সদাতু এবং শেষ গানটি ছিল গান ছবির ইয়াম্মা ইয়াম্মা... এই গানটির সঙ্গে সঙ্গ দিয়েছেন রাহুল দেববর্মন নিজেই। রাজ কাপুরের বরসাত, ১৯৪৭ এ শঙ্কর জয়কিসানের সঙ্গীতে প্রথম গান ''ম্যায় জিন্দেগি মে হরদম রোতা হি রাহা হু'' ও শেষ গানটি হল 'রতন' ছবির জমানা হ্যায় মগর হাম না হোঙ্গে। লক্ষ্মীকান্ত প্যায়রেলাল এর সুরে প্রথম গানটি গেয়েছিলেন ''ছায়লাবাবু''–র তেরে প্যারমে মুঝে গম দিয়া। এবং শেষটা শুধু শেষ নয়, রফি সাহেবেরও জীবনের শেষ গান। যেটি রেকর্ডিং হয় মৃত্যুর মাত্র চারদিন আগে। ২৬ জুলাই ১৯৮০ এর ''আসপাস'' ছবির জন্য সেই গানটি ছিল ''তেরে আনেকী আস হ্যায় দোস্ত, শ্যাম ফির কিঁউ উদাস হ্যায় দোস্ত, মেহেকি মেহেকি হারায়ে ক্যাহেতে হ্যায়, তু কহি আসপাস হ্যায় দোস্ত, তু কহি আসপাস হ্যায় দোস্ত।

আজও তিনি অদ্বিতীয়

সুভাষ চন্দ্র দাশ

১৯২৯ সালের ৪ আগস্ট ভারত মাতার মুখে হাসি ফোটাতে আসেন তিনি। বাবা কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় প্রখ্যাত আইনজীবী, বড়দা অশোক কুমার ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের যুগপুরুষ, মেজদা অনুপকুমার ছিলেন হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের কৌতুক অভিনেতা এবং তিনি সর্বকনিষ্ঠ আভাস কুমার ওরফে কিশোর কুমার। বাবা–মা ছিলেন সঙ্গীতানুরাগী। সেই সূত্রে তিন ভাই–ই সঙ্গীতের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়। বড়দা দাদামণি যখন হিন্দি চিত্র জগতের নায়ক হয়ে উঠেছেন, আভাস তখন নিতান্তই কিশোর। বাড়িতে সঙ্গীত এবং অভিনয়ের পরিবেশ পেয়ে আভাস নেহাতই সঙ্গীতানুরাগী হয়ে ওঠেন। তার একটা বড় গুণ ছিল ছোটবেলা থেকেই যে গান একবার শুনতেন তার সুর গেঁথে থাকতো তার মনে। পরে তা হুবহু গাইতো। বলাবাহুল্য সেই কারণেই তিনি কিশোর বয়সেই দাদামণির সমস্ত সংলাপ ও গান শুনে শুনে নকল করতে পারতেন। কিশোর বয়সেই নিজেকে তৈরি করতে পেরেছিলেন। ঘরোয়া জলসায় গান গেয়ে বাবার বন্ধুদের কাছ থেকে অজস্র পুরস্কারও পেতেন।

দাদামণির হাত ধরেই একদিন চলে আসেন তৎকালীন বোম্বাইতে। নয়ন ভরা স্বপ্ন ... কিভাবে বড় গায়ক হওয়া যায়। বহু ঝড়, বাধা বিপত্তি চড়াই উৎরাই পথ অতিক্রম করে নিজের স্বপ্নকে প্রথম পাওয়া যায় একটি পাঞ্জাবি দ্বি–ভাষিক ছবিতে। সেটির হিন্দি নাম ছিল 'গাঁও কী গোরি''। ছবিটির সুরকার ছিলেন শ্যাম সুন্দর। এরপর বহু হিন্দি ছবিতে তিনি কোরাস গায়ক হিসাবে ছিলেন। তারপর কিশোর কুমারের জীবনে স্বর্গদূত হয়ে নেমে আসেন নৌসাদ। নৌসাদের সুরে তিনি 'প্যাহলে আপ' ছবিতে দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ছবিটি দারুণ হিট করায় তাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তার স্বপ্নের গায়ক কে কুন্দনলাল সায়গলের সঙ্গে দ্বৈত সঙ্গীত পবিেশন করলেন 'শাহজাহান' ছবিতে। এমন কি নৌসাদের সুরে 'মেরে স্বপ্ন কি রাণী' ও দারুণ হিট করে। সেই থেকে তাঁর পায়ের তলার মাটি শক্ত হতে থাকে। হিন্দিতে মোট ২৬৪৮টি এবং বাংলায় মোট ১৫৪টি গান গেয়েছিলেন কিশোরকুমার। হিন্দি ও বাংলার পর গুজরাটি ভাষায় তাঁর গান ছিল ৮টি। সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে মোট ১৬টি ছবিতে সুর দিয়েছিলেন। তাঁর সুরে প্রথম ছবি হল 'ঝুমুর' (১৯৬১)। নৌসাদ, ফিরোজ নাজমি, পিনায়ার, এমডি বর্মন থেকে আরডি বর্মন কিংবা বাপী লাহিড়ীর সুরেও তিনি গান গেয়েছেন। সুরকারদের মধ্যে শচীন দেববর্মন এর সাথে তাঁর সখ্যতা ছিল মধুর। শচীন কর্তার সুরে প্রথম গান করেন 'নওজওয়ান' ছবিতে। তারপর 'জাল', 'মুনিমজি', 'ট্যাক্সি ড্রাইভার', 'ফান্টুস', 'ন–দো–এগারা', 'কালাপানি' প্রভৃতি ছবিতে অসাধারণ গানে মাতিয়ে দিয়েছেন। এস ডি বর্মনের সুরে কিশোর কুমারের শেষ গান 'মিলি' ও 'অভিমান' ছবিতে। শচীন পুত্র রাহুল দেবের সুরে ৫৫৮টি গান করেন। তার মধ্যে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন ২৪২টিতে। রাহুল দেব বর্মনের সুরে প্রথম গান করেন 'ভূত বাংলো' ছবিতে। ১০২টি হিন্দি ছবি এবং ৪টি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেন তিনি। অভিনেতা হিসাবে তাঁর প্রথম ছবি 'শিকারি' (১৯৪৭)। নায়ক হিসাবে প্রথম ছবি 'সতী বিজয়' (১৯৪৮)। (দাদা অশোক কুমারের সাহায্যে বম্বে টকিজের 'জিদ্দি' ছবিতে সর্বপ্রথম অভিনয় করেন এবং নায়ক হিসাবে প্রথম ছবি 'আন্দোলন' (১৯৫১)। এই তথ্য দুটি সম্পূর্ণ ভুল।) প্রথম অভিনীত বাংলা ছবি হল কমল মজুমদারের পরিচালনায় এবং স্বয়ং কিশোর কুমার প্রযোজিত 'লুকোচুরি' ১৯৫৮। ছোটবেলাতেই কিশোর কুমারের মধ্যে একটা খামখেয়ালিপনা ছিল। তার এই খামখেয়ালিপনার জন্যই বেশি গান তিনি করেন নি। রুমা গুহঠাকুরতাকে ১৯৫১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বিবাহ করেন। সেই সূত্রে সত্যজিৎ রায় কিশোর কুমারের মামা শ্বশুর হন, সত্যজিৎ চেয়েছিলেন তার 'পরশপাথর' ছবিতে (১৯৫৭) তুলসী চক্রবর্তীর ভূমিকায় এবং 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' (১৯৬৮) ছবিতে গুপীর চরিত্রে অভিনয় করাতে। কিন্তু কিশোর তাঁর খ্যাপামির জন্য অভিনয় করতে রাজি হন নি। অবশ্য 'চারুলতা' (১৯৬৪) 'আমি চিনি গো চিনি..... ' রবীন্দ্র সঙ্গীতটি কিশোরকে দিয়ে গাওয়াতে সক্ষম হয়েছিলেন সত্যজিৎ। আশ্চর্যের বিষয় হল শক্তি সামন্তর 'অমানুষ' ছবিতে 'কি আশায় বাঁধি খেলা ঘর...' 'আনন্দ আশ্রম' ছবির 'আশা ছিল ভালবাসা ছিল', 'মুকাদ্দর কা সিকান্দর' ছবির 'সলামি ইস্ক... এই গান গুলি প্রথমে তিনি গাইতে চান নি। পরে অবশ্য মাথা থেকে খ্যাপামির ভুত নামে। এবং প্রতিটি গানই অসম্ভব রকম জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি ভীষণ রসিক মজার মানুষ ছিলেন। একবার এক জলসায় কিশোরকুমার গান গাইতে গিয়েছিলেন তার সহকারীর কাছে জানতে পারেন দাদামণির সঙ্গে তাদের (আহ্বায়কদের) বেশ খাতির থাকায় তারা অর্ধেক জায়গা দিয়েছেন। কিশোর কুমার এ বিষয়ে কাউকে কিছু আগাম না জানিয়ে আড়াই খানা গান গেয়ে মঞ্চ থেকে নেমে পড়েন। সকলে হতবাক হয়ে কি ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করায়, কিশোর মুচকি হেসে বলেন 'বাকি গান দাদামণিকে দিয়ে গাইয়ে নেবেন।'

১৯৮২ সালের পর আর তিনি অভিনয় করেন নি। সম্পূর্ণভাবে আত্ম নিবেদন করেছিলেন সঙ্গীতে। তাঁর অভিনীত সর্বশেষ ছবি 'চুর বাদি য়ো মেকহী' (১৯৮২)। ছবিটি ছিল তাঁর নিজেরই প্রযোজিত, পরিচালিত, সুরারোপিত এবং অভিনীত। বিশেষ উল্লেখ্য নিজে সঙ্গীত পরিচালক হয়েও তিনি কোনও গান করেন নি। আমরা অনেকেই জানি মহঃ রফির পতনের সূচনা আরাধনা ছবি থেকেই। কিছু না এরও চার বছর আগে কিশোর কুমার মহঃ রফিকে ছাপিয়ে 'গাইড' ছবিতে ''গাতা রহে মেরে দিল...'' গানটি গেয়ে। আসলে কিশোরকুমারের অন্যতম পজিটিভ দিকটা হল তৎকালীন নায়কের গলাতেই অনবদ্য তিনি। রাজেশ খান্না, দেব আনন্দ, অমিতাভ, ধর্মেন্দ্র, জীতেন্দ্র, মিঠুন, মহানায়ক থেকে শুরু করে আজকের সঞ্জয় দত্ত, অনিল কাপুর, গোবিন্দা সকলের সঙ্গেই তিনি একাত্ম হতে পেরেছেন। তাই তো এদের সকলের কাছে তিনি একজন আদর্শ গায়ক। আধুনিক গান যেমন গেয়েছেন, গেয়েছেন সিনেমার গানও। ঠিক সমান জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতও। আবার 'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ'–এর মতো রক অ্যান্ড রোল মার্কা গানেও তিনি সফল। সিনেমাতে তাঁর অভিনয় দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। তেমনি ভাবিয়েছে। তাই তিনি একজন সার্থক শিল্পী। একধারে গীতিকার, সুরকার, অভিনেতা, নায়ক, প্রযোজক, পরিচালক, কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার সব কিছুই ছিল তাঁর সহজাত। এমন বহুমুখী প্রতিভা অন্য কোনও শিল্পীর মধ্যে দেখা যায়নি। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই।

গানে গানে ...

বীরভূমের টুকিটাকি

১। সিউড়ি থেকে প্রান্তিক রেলপথ (ভায়া মঙ্গরুডিহি, পুরন্দরপুর) ৬২০ একর জমি চিহ্নিতকরণ হল।

২। তৃণমূলে যোগ দিয়ে মহম্মদবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হল ফিরদৌসী বেগম।

৩। দেউচা, পুরাতন গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করল তৃণমূল।

৪। হেতমপুর ১ নম্বর নিম্নমুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বনমহোৎসবে ১২৩ জন পড়ুয়াকে গাছ বিলি করা হয়। ২০ জুলাই সিউড়ি চন্দ্রগতি বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ হল। জগন্নাথপুরে গাছ দেওয়া হয়। ২১ জুলাই সিউড়ি বেণীমাধব বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হল।

৫। কয়লা বোঝাই মালগাড়ীতে কয়লা নিয়ে যাওয়ার তার ছিঁড়ে বিপত্তি সাঁইথিয়া স্টেশনে। সাঁইথিয়া রেলব্রিজে চালকবিহীন ভাঙাচোরা মোটর সাইকেল।

৬। অপরিশোধিত তেল চুরিতে ২০ জুলাই দুবরাজপুর আদালত অভিযুক্ত গোলাপ খানকে ৯ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

৭। নানুরে অরণ্য সপ্তাহে ৩০০টি ফলের চারা লাগানো হয়।

৮। নলহাটিতে আজিমগঞ্জ লোকালে কাটা পড়ে মৃত্যু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির। কুবিরপুর গ্রামে, পুকুরে বিষ মেশানোর অভিযোগে চাঞ্চল্য।

৯। ২২ জুলাই লম্বোদরপুরে উদ্ধার সাড়ে চারফুট বিরল প্রজাতির অজগর।

১০। কুলেকুড়ি গ্রামে পাকা রাস্তার দাবিতে ধান পুঁতে প্রতিবাদ গ্রামবাসীদের।

১১। ২২ জুলাই বক্রেশ্বরে সকালে হলুদ বৃষ্টিতে চাঞ্চল্য।

১২। ২৩ জুলাই শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠানে জহর সরকার।

১৩। ২৪ জুলাই চন্দ্রপুর বিএড কলেজের সামনে কেরোসিন তেল ভর্তি ট্যাঙ্কার উল্টানো। বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত হরিপদ সাঁতলা।

১৪। সাপের কামড়ে মৃত এক ব্যক্তি ময়ূরেশ্বরে।

১৫।২৪ জুলাই সাঁইথিয়ায় সুজন চক্রবর্তী, বোলপুরে সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬। ২৬ জুলাই কংগ্রেস নেতা নীহার দত্তের নবম প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়।

১৭। ভদ্রপুরে গ্রামের 'গব্বর' পাঁঠার উৎপাতে গৃহবন্দি আকালীপুর, ভদ্রপুর, সিমলান্দ সহ ১২–১৩টি গ্রামের বাসিন্দারা। ছোট বয়সে কোনও ভক্ত মায়ের নামে উৎসর্গ করে 'গব্বর'কে মন্দিরে রেখে চলে যায়। বড়ো হতেই বেড়েছে দস্যিপনা।

১৮। নলহাটি থেকে তকিপুর রেলপথ নির্মাণের জন্য জমি চিহ্নিতকরণ।

১৯। ২৬ জুলাই সিউড়ি আদালতে জামিন মঞ্জুর হলো না মহম্মদবাজার জোড়াখুনে অভিযুক্ত মা ও মামার। নারকেল চুরি হোমের শিশুকে মার পুলিশ পরিবারের সিউড়িতে।

২০। অবৈধ সম্পর্কে ধান ব্যবসায়ী খুনে প্রতাপপুরে গ্রেপ্তার দুই।

২১। তোলাবাজির অভিযোগে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কুড়ামিটার কৃষক মিঠুন গড়াই।

২২। ডাইরিয়া, জ্বর ও আন্ত্রিকের থাবা বীরভূম জেলার বিভিন্ন গ্রামে।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৯ জুলাই রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার উদ্যোগে বাঁশতলায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন হয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস ও ভাইস চেয়ারম্যান শান্ত সরকারের উদ্যোগে এই মূর্তি স্থাপিত হল। উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, সোনারপুর দক্ষিণ বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়, ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ১২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রণবেশ মন্ডল এবং প্রাক্তন কাউন্সিলরেরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ডঃ প্রসিদ রায় চৌধুরী। জীবনবাবু বলেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলদেরও ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এই মহামানবের বর্ণ পরিচয় পড়তে হয়েছে। আমরা যে যত বুলি আওড়াই না কেন বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় যদি না পড়তাম তাহলে সমাজে কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না।

তফশিলিদের দাবি সনদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : তপশিলী জাতির আত্মসম্মান মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে এবং অকারণে হয়রানি বন্ধ করার দাবিতে নমঃশূদ্র উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে গত ৪ জুলাই দুপুর বারোটার সময় বারাসতে রেলওয়ে স্টেশন মোড় এলাকায় এক প্রতিবাদ মিছিল সহ জমায়েত এর আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিবাদ জনসভায় হাজির ছিলেন আহ্বায়ক হিসাবে বিবেক ঢালি, উত্তর ২৪ পরগনার সম্পাদক রামপ্রসাদ মজুমদার, পলতার সাধারণ সম্পাদক নিশিথ সরকার সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠান চলাকালীন নমঃশূদ্র উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ একটি প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে সাত দফা দাবি আদায়ের জন্যে একটি দাবি সনদও তুলে দেন বলে জানা যায়। উক্ত দাবিগুলির মধ্যে উল্লেকযোগ্য দাবির মধ্যে ছিল বাংলা দেশে অকারণে হিন্দুদের উপরে অন্যায় অত্যাচার বন্ধ করা।

স্বেচ্ছায় রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার সকালে ক্যানিং ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং কলকাতা সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের উদ্যোগে ক্যানিং শান্তি ব্যায়াম সমিতির পরিচালনায় ১২তম বর্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার গোলকুঠির রাজকৃষ্ণ আদর্শ শিশু বিদ্যালয়ে ১৫০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। এদের মধ্যে ৭০ জন মহিলা। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, মাতলা–১ ও ২ পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের তপন সাহা, উত্তম দাস প্রমুখ।

রায়পুর–গদাখালি–বুড়ুল–ফলতায় ইলিশের আকাল

মাছধরা ছেড়ে জেলেরা নৌকায় মাটি কাটছে

কুনাল মালিক

দক্ষিণ শহরতলির বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পশ্চিমপ্রান্তে হুগলি বা গঙ্গা নদী প্রবাহিত। নদী তীরবর্তী রায়পুর, গদাখালি, নলফাঁড়ি, বুড়ুল, ফলতা এলাকায় বছর দশেক আগেও এই বর্ষার মরশুমে ২–৩ কেজি ওজনের রূপালি ইলিশের দেখা মিলত। এক একজন জেলে ১০ থেকে ১৫ কেজি করে ইলিশ মাছ ধরতেন। কলকাতা থেকে বিকেলের দিকে লোকজন গাড়ি হাঁকিয়ে এই সব অঞ্চলে ইলিশ মাছ কিনতে আসতেন। এই এলাকার নদীর মিঠাজলের মাছের স্বাদও ছিল অতুলনীয়। কিন্তু এখন এই সব এলাকায় ইলিশের হাহাকার চলছে। সম্প্রতি এক বর্ষা মুখর দুপুরে গদাখালি গ্রামে গিয়েছিলাম। সবে মাত্র নদীতে ভাঁটার টান শুরু হয়েছে। সারি সারি নৌকা ইলশে জাল নিয়ে নদীতে চলছে জাল ফেলতে। নদীর পাড়ে কথা হচ্ছিল রনজিৎ নেবুর সঙ্গে।

এখন কেমন মাছ পড়ছে? হতাশ হয়ে রনজিৎ বাবু জানালে, মাছের এখন আকাল চলছে। ঘন্টাখানেক নদীতে জাল ফেলে অপেক্ষা করতে হয়। এক একটি নৌকায় ৪–৫ জন লোক থাকে। জাল তোলার পর দেখা যায়, একটা কি দুটো খোকা ইলিশ পড়েছে। কোনও সময় দেখা যায় মাছই পড়েনি। কালে ভদ্রে ৮০০–১

কেজি মাছের দেখা পাওয়া যায়। এই গ্রামের কয়েকশ ধীবর আজ সত্যিই অসহায়। নৌকায় বসে ছেঁড়া জাল সারছিলেন, হারান সরদার। তিনি জানালেন, এক সময় ছিল নৌকার খোল ভরতি করে বড় সাইজের মাছ নিয়ে ঘাটে উঠতাম। এখন নদীতে মাছ ধরার ইচ্ছাই নেই। কারণ খরচে পোষায় না। অনেকে মাছ ধরা ছেড়ে বুড়ুলে ভাঁটার সময় সাদা বালি কাটতে যায়। তাতে তবু সংসার চলবে।

রায়পুর, নলদাঁড়ি, বুড়ুল, ফলতা সব ঘাটেই এক চিত্র। কয়েক জায়গায় চোখে পড়ল সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ১৫০–২০০ গ্রামের খোকা ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৩০০ টাকা কেজি দরে।

এলাকার দীর্ঘদিনের ইলিশ মাছের অভিজ্ঞ ধীবর রনজিৎ নেবু জানালেন, মাছ আর কি করে পড়বে বলুন। জুন মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই হাজার হাজার ট্রলার বঙ্গোপসাগরে বিশাল বিশাল জাল ফেলে, ইলিশের গতিপথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। ইলিশ মাছ এই সময় নোনা জল থেকে মিঠা জলে আসতে চায়। ডায়মন্ড হারবারের পর থেকে বুড়ুল–রায়পুর হয়ে ফরাক্কা পর্যন্ত এলাকায় ইলিশের আসল আস্তানা। মিঠা জলে প্রজনন যেমন হয়, মাছের স্বাদও ভালো হয়। কিন্তু সমুদ্র থেকে মাছ তো এদিকে আসতেই পারছে না। তাহলে এখানে মাছ পড়বে কি করে। সরকারের এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অমলেন্দু চৌধুরী এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, উপকূল ভাগে ইলিশের খেলাঘর আর প্রজনন পূর্বের সংসার তছনছ হয়ে গেছে হাজারে হাজারে ট্রলারের উৎপাতে। সরকারি পর্যায়ে এখন প্রয়োজন মোহনার ডায়মন্ড হারবার করিডোরে সেপ্টেম্বর–অক্টোবর মাসে ইলিশের অবাধ প্রবেশ নিশ্চিত করা। যে কোনও উপায়ে। নয়তো ভাগিরথী–গঙ্গা ইলিশ বন্ধ্যা থেকেই যাবে। আর বড় সাইজের স্বাদের ইলিশের সাক্ষাৎও মিলবে না। গঙ্গা তীরবর্তী মৎস্যজীবীরাও দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন।

শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত মঙ্গলবার রাতে প্রাইভেট টিউশনি পড়ে একজন সপ্তম এবং অন্যজন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী বাড়ি ফেরার সময় কয়েকজন যুবক শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার শরৎপল্লি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিং–এর বাসিন্দা সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির দুজন ছাত্রী প্রাইভেট টিউশনি পড়ে রাতে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় বেশ কয়েকজন যুবক রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কটুক্তি করে ছাত্রীদের। ছাত্রীরা কটুক্তির প্রতিবাদ করলে যুবকরা শ্লীলতাহানি করে। ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করে অভিভাবকরা। ক্ষোভের সঙ্গে অভিযোগ করে তারা বলেন এ বিষয়ে অভিযোগ করলেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশ জানিয়েছে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দিঘির পাড় তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের দিঘির পাড় গ্রাম পঞ্চায়েত অনাস্থা ভোটে হাত ছাড়া হল কংগ্রেসের। দীর্ঘ ২৩ বছর পর এই পঞ্চায়েত এল তৃণমূলের দখলে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিলা সংরক্ষিত দিঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪টি আসনে কংগ্রেস ২২টি, তৃণমূল ১টি, সিপিএম ১টি–তে জয়ী হয়। কংগ্রেসের শেফালি রায় প্রধান ছিল। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ক্ষমতা দখলে ধরে বসেছিল কংগ্রেস। বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের প্রধানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কাজের দুর্নীতি নিয়ে অনাস্থা ডাকে।

এদিন ক্যানিং–১ বিডিও এক প্রতিনিধি দল দিঘীর পাড় পঞ্চায়েতে অনাস্থা ভোট করায়। এই অনাস্থা ভোটে তৃণমূল ১৫টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়। এই পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের উপ–প্রধান প্রদ্যুৎ রায়, কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যা অন্নপূর্ণা কুন্ডু সহ আরও ১১ জন কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য এবং সিপিএমের ১ জন সদস্য তৃণমূলে যোগদান করে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ আগস্ট ইন্ডিয়ান রেড ক্রশ সোসাইটির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ইউনিটের উদ্যোগে দক্ষিণ শহরতলির রায়পুর অমৃত উচ্চবিদ্যালয় ও বাওয়ালি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের সার্বিক স্বাস্থ্য বিধান ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দুটি বিদ্যালয়ের ৩০০ ছাত্র–ছাত্রী এই প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ করে। দক্ষিণ বাওয়ালির কালীনগরে কমিউনিটি হলে প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রেড ক্রশ সংস্থার জেলা ইউনিটের সম্পাদক শ্যামল মুখোপাধ্যায় এবং জেলার স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়। শ্যামল মুখোপাধ্যায় বলেন, খাওয়ার আগে এবং শৌচের পর হাত কিভাবে ধুতে হয়, সে ব্যাপারে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে প্রাথমিকভাবে কি করা উচিত সে ব্যাপারে ছাত্র ছাত্রীদের হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

৩১টি গ্রন্থাগার বন্ধ

প্রথম পাতার পর

গ্রন্থাগার কমিটির সম্পাদক তপন নাগ জানান, গ্রন্থাগারটি বন্ধ থাকার কারণে সংরক্ষণের অভাবে বহু মূল্যবান বই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আগে এই গ্রন্থাগারের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী মৃদুল নিয়োগী গ্রন্থাগারটি চালাতেন। কিন্তু তিনি অবসর নেওয়ায় ও গ্রন্থাগারিক পূনর্নিয়োগ না হওয়ায় গত কয়েক বছরের বেশি সময় ধরে এই গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলস্বরূপ অসংখ্য বইপ্রেমী সাধারন মানুষ সঠিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মগরার সাধনা সাহিত্য কুটির পাঠাগারটি এইবছর শতবর্ষে পদার্পন করেছে। দ্বিতলবিশিষ্ট এই গ্রন্থাগারটির সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮০০ ও বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৮,৬০০। কিন্তু গ্রন্থাগারিক না থাকায় এই পাঠাগারটি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে এমনটাই বক্তব্য সমিতির। তাই খুব দ্রুত এই সমস্যা সমাধান করে গ্রন্থাগারটি পুনরায় চালু করা হলে আবার সাধারণ মানুষ এখানে বই পড়ার সুযোগ পাবে বলে এলাকার বাসিন্দারা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। নতুন করে কর্মী নিয়োগ না হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে এই অসুবিধায় ভুগতে হচ্ছে। হুগলি জেলায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মোট ১৫৮ টি গ্রন্থাগারে কমপক্ষে ৩৬৮ জন কর্মী থাকার কথা। সেখানে জেলার কর্মী সংখ্যা খুব বেশি হলে ১৪৫ জনের কাছাকাছি। এখনও প্রায় ২২৩ জন কর্মীর ঘাটতি রয়েছে। এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। কিন্তু ইন্টারনেট গ্রন্থাগার বা ই–লাইব্রেরির পরিষেবা যদি ছাত্র–ছাত্রীদের দিতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে জেলার প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া ৩১ টি গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ কি হবে ? এই সকল গ্রন্থাগার যদি পুনরায় চালু না হয় তাহলে এই সব অঞ্চলের ছাত্র–ছাত্রীরা এই ইন্টারনেট গ্রন্থাগার বা – লাইব্রেরির পরিষেবা কি করে পাবে ? জেলার অনেক প্রত্যন্ত লাইব্রেরিতে এখনও কম্পিউটার পরিষেবাটুকু নেই। সেখানে ইন্টারনেট গ্রন্থাগার বা ই – লাইব্রেরি গড়ে তোলা স্থানীয় মানুষের কাছে দিবাস্বপ্ন। বন্ধ থাকা ৩১ টি লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট গ্রন্থাগারের পরিষেবা দেওয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই গ্রন্থাগারগুলিকে পুনরায় চালু করতে হবে।

কিন্তু তা কবে হবে সেই বিষয়ে কেউ নিশ্চিত নয়। সেইক্ষেত্রে এই সব স্থানীয় ছাত্র – ছাত্রীরা সরকার কর্তৃক গৃহীত এই ইন্টারনেট গ্রন্থাগারের পরিষেবা কতটুকু পাবে সেই বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। ইন্টারনেট গ্রন্থাগার গড়ে তোলার পাশাপাশি বন্ধ হয়ে যাওয়া গ্রন্থাগারগুলির পুনরায় চালু করা, চালু থাকা গ্রন্থাগারগুলিতে পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ করা সমান গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ইন্টারনেট, টিভি সিরিয়ালের দাপটে এখনকার প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা গ্রন্থাগারের প্রতি বিমূখ হয়েছে। কিন্তু অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ের অভিভাবকরা চান তাঁদের ছেলেমেয়েরা লাইব্রেরিতে যাক এবং তাদের মধ্যে যেন বই পড়ার আগ্রহ তৈরি হয়। প্রতি বছর বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহু ছেলে–মেয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নিয়ে পাস করছে। এই সব ছেলে–মেয়েদের যদি ট্রেনি হিসেবেও কিছু সাম্মানিক ভাতা ও কাজের অভিজ্ঞতার শংসাপত্রের বিনিময়ে যদি পাঠাগারগুলিতে নিয়োগ করা হয় তাহলে যেমন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পাস করা শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাবে, তাদের কাজে একটা অভিজ্ঞতা অর্জন হবে ঠিক তেমনি গ্রন্থাগারিক ছাড়া এই সকল গ্রন্থাগারের অচলাবস্থাও কাটবে। এই অবস্থায় অবিলম্বে কর্মী নিয়োগ না হলে বেশ কিছু লাইব্রেরি যে বন্ধ হয়ে যেতে পারে সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন অধিকাংশ লাইব্রেরিয়ান।

পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবারের ডাক্তার মোড় এলাকায় ৪০৭ হাতি গাড়ি ধাক্কা মারে বেলেগাছি গ্রামের মেয়ে ও হটু গঞ্জ স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী হালিমা খাতুনকে। উত্তেজিত কয়েকশো গ্রামবাসী এই ঘটনায় প্রতি ১ ঘন্টা ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। ছাত্রীটি লুটিয়ে পড়ে রাস্তার উপর। স্থানীয় মানুষজন তাকে ডায়মন্ড হারবারে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। পুলিশ এলে অবরোধ ওঠে।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রথম পাতায় দিনগুলি মোর কলমে মহাশ্বেতাদেবীর মৃত্যু দিন ২৮ জুলাইয়ের পরিবর্তে ২৮ মে লেখা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

West Bengal Swarojgar Corporation Limited
(Govt. of West Bengal Undertaking)
Nodal Ministry : Self Help Group & Self Employment Department

Vacant Space wanted

Sealed Quotations are invited by West Bengal Swarojgar Corporation Limited, East India House, 1st Floor, 20B, Abdul Hamid Street, Kolkata–700069 for office space of 1500 sq. ft. area (approx) on rental basis in each 38 Sub Divisions of the Districts of (i) Burdwan (ii) Hooghly (iii) Howrah (iv) Murshidabad (v) Purulia (vi) South 24 Parganas (vii) North 24 Parganas (viii) Nadia (ix) Paschim Medinipur from Owners / Licensed Vendors. For details please visit our website www.shg wbscl.in. Last date of submission of Quotation is on 25/08/2016.

৮০৫(৩)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/৫.৮.১৬

আধুনিকতার ছোঁয়া ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউটে

মলয় সুর: চন্দননগর ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউটকে আধুনিকীকরণ করার পরিকল্পনা করে তার উন্নতি ঘটাতে চান প্রতিষ্ঠানের নবনিযুক্ত নির্দেশক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে উন্নয়ন খাতে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা রয়েছে। নিরাপত্তার জন্য ৩২টি সিসি ক্যামেরা বসানোর চেষ্টা চলছে। এখানে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা বলতে কিছুই নেই। ফায়ার এক্সটিংগুইসার লাগাবার চেষ্টা চলছে। তবে এখানে কাজ করার প্রধান সমস্যা হল, বাড়িটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগ। তাই কার্যত একটি পেরেক পুঁততে

হলেও তাদের অনুমোদন নিতে হয়। আবার প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন বাগানে একটি ফোয়ারা সারাতে গেলেও বনবিভাগের অনুমতি লাগে। গাছ লাগানোর দায়িত্ব একটি বিভাগের। পাতা, ঝাড়ু দেওয়ার দায়িত্ব অন্য বিভাগের। এত প্রোটোকল মানতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই জরুরি কাজ আটকে যায়। এই ফরাসি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পদাধিকার বলে যুক্ত রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, শিক্ষামন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি সচিব প্রমুখ। সকলকে নিয়ে বৈঠক করা দুষ্কর। তাই প্রতিটি পদক্ষেপ নিতেই সমস্যায় পড়তে হয় প্রতিষ্ঠানকে। এই সমস্যা মেটাতে প্রতিটি বিভাগগুলির অনুমোদন নিয়ে একটি কমিটি গড়ার প্রস্তাব দিতে চলেছেন নির্দেশক। এছাড়া চন্দননগরের মেয়রের সহযোগিতা পাওয়ার কথা বলবেন। ফরাসি শাসনকালের বিভিন্ন স্মারক নিয়ে যে ঐতিহাসিক জাদুকর এখানে রয়েছে তার রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক মতো হয় না। সেগুলি যাতে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয় সেই চেষ্টা করা। পুরানো অনেক আলোকচিত্র অবহেলায় পড়ে রয়েছে। জাদুঘরটিকে আরও আকর্ষণীয় ও আধুনিক করতে চান। তিনি আরও বলেন, জাদুঘরে যে পুঁথিগুলো রয়েছে, চিঠিপত্র আছে সেগুলো ডিজিটাল করতে চাই। এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত নথিও রয়েছে। ফরাসি শিখতে যাঁরা আগ্রহী তাঁরা অনেকেই জানতেই পারে না কবে পাঠ্যক্রম শুরু হয়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তা জানানোর ব্যবস্থা করা হবে। তবে আর একটি ব্যাপারেও উদ্যোগী হতে চলেছেন নির্দেশক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, সৌরবিদ্যুতের জন্য প্রতিষ্ঠানের ছাদে প্যানেল বসানোর ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎসাহ দিচ্ছে। এই অল্পদিনে এত কাজ করা অসম্ভব। আমার লক্ষ্য যতগুলো সম্ভব কাজ শুরু করে দেওয়া। যাতে অন্তত সেগুলো পরবর্তীকালে রূপায়িত হয়।

অভিযুক্ত পঞ্চায়েত

প্রথম পাতার পর

সুপারভাইজারদের নামে ভুয়ো পেট্রোল খরচ দেখানো হয়েছে, গাড়ি ভাড়া বাবদ ভুয়ো বিল দেখানো হয়েছে। এছাড়াও হর্টিকালচার প্রকল্পে ভুয়ো খরচ, ফলের বিক্রির টাকা হিসেবে না দেখানোর মতো অনেক অভিযোগ রয়েছে। আমরা এ বিষয়ে বিডিও–র কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানালেও বিডিও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। তাই বিধায়ককে জানিয়ে এদিন আমরা পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ দেখাই। ১৫ আগস্টের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট না এলে এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে বিডিও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না করলে আমরা আরও বড় আন্দোলনের পথে যাবো। কোনও ভাবেই আমরা এই দুর্নীতি মেনে নেবো না।' এই অভিযোগগুলি প্রসঙ্গে বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান কাসেদ মন্ডল বলেন, ওরা কিছু অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে। কিন্তু তার সব বৈধ কাগজ আমাদের আছে। এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ। আমাদের যদি সত্যি কোনও অনিয়ম থেকে থাকে, তাহলে প্রশাসন তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। কর্মীদের সন্তুষ্ট রাখতেই এটা ওদের লোক দেখানো আন্দোলন। এতে কোনও লাভ নেই।' এক লক্ষ সতেরো হাজার টাকা চায়ের খরচ কি তাহলে বৈধ? এ প্রশ্নের উত্তরে চায়ের খরচকে বৈধ দাবি করে প্রধান উল্টে বলেন, 'চায়ের খরচ আমাদের পঞ্চায়েতে প্রায় ২ লাখ টাকা হওয়া উচিত ছিল। আমরা চেপে খরচ করায় কম হয়েছে।' এ প্রসঙ্গে বিডিও মানস কুমার মন্ডল বলেন, 'আমি একটা লিখিত অভিযোগ পেয়েছি, তাতে অনেক অভিযোগ করা হয়েছে। জয়েন্ট বিডিও–কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। তদন্তের ফলাফল অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেব।'

বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী প্রকল্পের সমীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচী রূপায়ণ দপ্তরের অধীনস্থ ফলিত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান সংস্থার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও বিবেকানন্দ কলেজের যৌথ উদ্যোগে বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা ও অবস্থা নির্ণয়ের সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে এই জেলায়। এতে অংশ গ্রহণ করছে ৪৩ জন শিক্ষার্থী। (এবং তত্ত্বাবধানে আছেন ঐ কলেজেরই অধ্যাপিকা ডঃ পম্পা সেনগুপ্ত ও সমগ্র কর্মসূচীর দায়িত্বে আছেন ফলিত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান সংস্থা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ভারপ্রাপ্ত সহ–অধিকর্তা শ্রীমতি সোনালী রায় চৌধুরী।)

৭৯৯/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/৪.৮.১৬

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
৫৭/১এ চেতলা রোড, আলিপুর,
কলকাতা ৭০০ ০২৭
রেজিস্ট্রেশন নং–এস/৬৬৭০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সভ্যবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী ১৫ই আগস্ট, ২০১৬ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানাধীন সামালির বিবেক নিকেতনে সকাল ১০টায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সকালে স্বাধীনতা দিবস পালনের পর সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আলিপুর
৩০.০৭.২০১৬

প্রণব গুহ
সাধারণ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়

১। গত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২। সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।
৩। গত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ ও অনুমোদন।
৪। সমিতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা।
৫। ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৬। বিবিধ।

হিলারি কী হোয়াইট হাউসের বাসিন্দা হতে পারবেন?

গোবিন্দ চক্রবর্তী

পৃথিবীর দ্বি-শতাধিক দেশের মধ্যে অন্যতম একটি শক্তিধর এবং উন্নত দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। অন্যান্য দেশের মতো এ দেশটিও এখন বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত।

তবে দেশটির প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এশিয়া মহাদেশের মানুষের আকর্ষণ দুর্নিবার। আকর্ষক মানুষদের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম। তবে এই রাজ্যের একাংশ মানুষের আমেরিকা সম্পর্কে দ্বিচারিতা বর্তমান। তারা প্রকাশ্যে আমেরিকাকে গালাগাল দেয়। কিন্তু গোপনে ছেলে বা মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে তাদের প্রথম পছন্দের দেশ আমেরিকা।

পরে পুত্র-কন্যাদের পাঠানো 'ডলার' দিয়ে উদ্বেগহীন জীবন যাপন করতে এদের নৈতিকতায় বাধে না।

এক নজরে আমেরিকা : ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশের মানুষ, নিগ্রো, হিস্পনিক এবং আদিবাসী সহ নানা বর্ণ এবং ধর্মের দেশ আমেরিকা। বর্তমানে অঙ্গ রাজ্যের সংখ্যা ৫০টি, জনসংখ্যা ৪১,১৮,৭৮৭ কোটি।

দেশটির আবিষ্কারক কে? তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও, কলম্বাসের সহকারি আমেরিগো ভেসপুচির নামেই যে, দেশটির নাম আমেরিকা রাখা হয়েছে তা নিয়ে খুব একটা মতভেদ নেই।

আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন আর বর্তমান রাষ্ট্রপতি বারাক হুসেন ওবামা। পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কে হবেন তার জন্য ২০১৭'র জানুয়ারি মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

একটানা চারবার রাষ্ট্রপতি ছিলেন ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন দুজন রাষ্ট্রপতি আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। একন আব্রাহাম লিঙ্কন অন্যজন জন কিট জেরাল্ড কেনেডি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠানকালীন 'ওয়াটার গেট' ইস্যুতে পদত্যাগ করতে হয় রিচার্ড থিলোমাস নিকসনকে। এ পর্যন্ত একবারই ১৮৬৭ সালে মার্কিন সংসদ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রু জনসনের বিরুদ্ধে 'ইমপিচমেন্ট' প্রস্তাব আনে। আমেরিকাই প্রথম আইন করে 'দাস ব্যবসা' বন্ধ করে। ইউনাইটেড নেশন' প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তাও আমেরিকা।

স্বাধীনতা সংগ্রাম : ১৬০৭ সালে ইংরেজ আমেরিকার কয়েকটি উপনিবেশ দখল করে। দেশ স্বাধীন করতে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে শুরু হয় স্বাধীনতা আন্দোলন। অবশেষে ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই আমেরিকা দখল মুক্ত হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা : ১৭৮৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ফিলাডেলফিয়ায় তৎকালীন উপনিবেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আলাদা আলাদা রাষ্ট্র নয়, যুক্ত ভাবে গঠিত হোক একটি রাষ্ট্র। যুক্ত ভাবে পথ চলা শুরু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের।

সংবিধান : যে কোনও প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে কিছু নিয়ম কানুনের প্রয়োজন হয়। লিখিত সুনির্দিষ্ট বিধিগুলি হল সংবিধান। আমেরিকার শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি নির্ভর। ১৭৮৯ সালে রচিত আমেরিকার সংবিধান আধুনিক কালের প্রাচীন এবং ক্ষুদ্রও। এ পর্যন্ত ২৬ বার সংবিধানটি সংশোধন ও সংযোজন হয়েছে।

মার্কিন সংবিধানে রাষ্ট্রপতি এবং অঙ্গরাজ্যগুলির রাজ্যপাল নির্বাচন এবং শপথ গ্রহণের তারিখ সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা অন্য কোনও দেশের সংবিধানে নেই। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে প্রতি চার বছর অন্তর আট নভেম্বর। আর নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শপথ নেবেন পরের বছরের, ২০ জানুয়ারি, ওই

দিন রবিবার হলে, শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানটি হবে ২১ জানুয়ারি।

সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী ২০১৬'র আট নভেম্বর ৭০ তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। ইতিমধ্যে এবারের রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থীরা তাদের প্রথম দফার প্রচার পর্ব প্রায় শেষ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯২০ সালে মার্কিন মহিলারা প্রথম ভোট দেওয়ার অধিকার পান। আর এই দেশে দুইবারের বেশি কেউই রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থী হন না।

প্রচলিত প্রথাকে আমেরিকা গুরুত্ব দেয় : মার্কিন সংবিধানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং শপথ গ্রহণের তারিখ স্পষ্ট। কিন্তু একজন ব্যক্তি কত বার প্রার্থী হতে পারবে, তার উল্লেখ নেই। কিন্তু ২২৭ বছরে কেউই দুই বারের বেশি প্রার্থী হন নি। এই প্রথাটির গল্প হল জর্জ ওয়াশিংটন দুবারের পর আর প্রার্থী হতে অস্বীকার করেন। সেই থেকে আমেরিকায় একজন ব্যক্তি দুই বারের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হন নাই। এ রকম একাধিক অলিখিত প্রথা আছে, যা মার্কিনরা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন।

সংসদ : সংসদীয় নিয়মে পরিচালিত দেশগুলির মতো আমেরিকারও সংসদ দ্বিপক্ষ বিশিষ্ট। একটির নাম ''প্রতিনিধি সভা'', দ্বিতীয়টি 'সেনেট'। দুই কক্ষের সাংসদদেরই ভোটে জিতে আসতে হয়।

প্রতিনিধি সভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা : এই কক্ষের প্রার্থীকে ওই অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা হতে হবে। সঙ্গে ৭ বছরের নাগরিকত্বের প্রথা। প্রার্থীর বয়স হতে হবে কমপক্ষে ২৫ বছর। এই কক্ষের সদস্যদের কার্যকাল মাত্র দুই বছর। সাধারণত ৩.৫ লক্ষ জন সংখ্যা পিছু একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এই কক্ষের সদস্য সংখ্যা ৪৩৫ জন।

সেনেট কক্ষের সদস্য হওয়ার শর্ত : এই কক্ষের সদস্য সংখ্যা ১০০ শত। প্রতিটি অঙ্গ রাজ্য থেকে ২ জন সাংসদ নির্বাচিত হবেন। এই কক্ষের সদস্যদের মেয়াদ সর্বোচ্চ ছয় বছর। 'সেনেট' কক্ষের ক্ষমতা ''প্রতিনিধি সভায়'' থেকে তুলনায় বেশি। যে কোনও বিষয় সিনেটের অনুমোদন বাধ্যতামূলক।

এই সভায় প্রার্থীকেও তার নিজ অঙ্গ রাজ্যের অধিবাসী হতে হবে। থাকতে হবে 'নয়' বছরের নাগরিকত্ব।। এক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়স ৩০ বছর হতে হবে।

বিশেষত্ব হল আমেরিকার সংবিধান সংশোধন করতে দুই কক্ষের সম্মতি ছাড়াও, অঙ্গ রাজ্যগুলিরও অনুমোদন লাগে।

রাজনৈতিক দল : অন্যান্য দেশের মতো এখানেও শ্রমিক, কৃষক সহ অন্যান্য শ্রেণিদের স্বার্থ দেখার জন্য একাধিক দল আছে। তবে প্রধান দল দুইটি— একটি ডেমোক্র্যাট অন্যটি রিপাবলিক। ডেমোক্র্যাট দলের অর্থ হল গণতন্ত্র। এই দলের সদস্যদের ''ব্লু'' নামে ডাকা হয়। রিপাবলিকের অর্থ হল রাজার বিরোধী। এই দলের সদস্যরা ''রেড'' নামে পরিচিত।

নির্বাচন : জন প্রতিনিধি আইন অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে নির্বাচনের যে ব্যবস্থা রয়েছে তার সঙ্গে আমেরিকার নির্বাচন পদ্ধতির কোনও মিল নেই। কাগজে বা মুখে গণতন্ত্রর জয় ঘোষণা নয়। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রয়োগে আমেরিকা পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে অনেক অনেক যোজন এগিয়ে।

প্রার্থী : ভারতে লোকসভা বা বিধানসভায় প্রার্থী ঠিক করে রাজনৈতিক দল। কী, তার পরিচয়, কোথায় থাকেন? রোজগার না করেও, তিনি কী ভাবে কোটিপতি? এই সব তথ্য ভোটারদের অজানাই থাকে।

আমেরিকায় খোদ রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থীকে প্রথমে মানুষের দরবারে যেতে হয়। এমন কী একই দলের একাধিক প্রার্থী থাকতে পারে, যেমন এবার ডেমোক্র্যাট দলের হিলারি রডথাস ক্লিন্টন এবং বানি স্যান্ডার্স আর রিপাবলিকের ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ট্রেড ক্রুজ প্রমুখ। দল একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট বেধে দেয়, যেমন এবার ডেমোক্র্যাট দলের নির্দিষ্ট পয়েন্ট ২,১০০ আর রিপাবলিক দলের ক্ষেত্রে ২,২০০।

৫০টি অঙ্গ রাজ্য থেকে প্রার্থীকে (প্রাথমিক ভোট) পয়েন্ট সহ গ্রহণ করতে হবে। যে প্রার্থী সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাবে, দল তাকেই প্রার্থী করবে। প্রত্যক্ষভাবে প্রার্থী বাছাইয়ের এই সুযোগ একমাত্র আমেরিকার মানুষের।

ভোটারদের স্বাধীনতা : আমেরিকায় যে কোনও ভোটার ''ডাকযোগে'' ভোট দিতে পারে। ভোট কেন্দ্রে যেতে অনিচ্ছুক, এই বিষয়টি ভোটার নির্বাচন কমিশনারকে জানিয়ে দিলে, নির্বাচন দফতর থেকে ওই ভোটারের বাড়িতে BALLOT-Paper পৌঁছে দেবে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন : মার্কিন সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। সরকারি ভোটের আগেই কিন্তু প্রার্থীকে সমর্থন চাইতে মানুষের দরজায় যেতে হচ্ছে। কার্যত প্রত্যক্ষ ভোট।

বিধি মতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দুইটি পর্ব। প্রথমে অঙ্গ রাজ্যের ভোটাররা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। এই গঠিত প্রতিনিধি সভা ''ইলেকট্রল কলেজ'' নামে খ্যাত।

একটি অঙ্গ রাজ্যের দুইটি কক্ষের সদস্য সংখ্যা যত জন, কলেজের সদস্য সংখ্যা তত জন হতে হবে।

দ্বিতীয় পর্বে ওই কলেজের সদস্যরা, তাদের পছন্দ মতো প্রার্থীকে ভোট দেবেন।

রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থীকে জন্ম সূত্রে আমেরিকার নাগরিক হতে হবে, থাকতে হবে নূন্যতম ১৪ বছরের বসবাসের প্রমাণপত্র, প্রার্থীর বয়স হতে হবে কমপক্ষে ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রার্থীকে নূন্যপক্ষে আইনের স্নাতক হতে হবে।

দেওয়ানি বা ফৌজদারি কোর্টে কোনও অভিযোগ থাকলে, ওই ব্যক্তি প্রার্থী হতে পারবে না।

এক অঙ্গরাজ্য থেকে রাষ্ট্রপতি এবং উপ রাষ্ট্রপতি হতে পারবে না। মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে কোনও কক্ষের সদস্য হতে হয় না। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ চার বছর। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি পদের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের বিধি নেই।

মন্ত্রিসভা : আমেরিকায় মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। নিয়োজিত মন্ত্রীদের এখানে সেক্রেটারি বা সচিব বলা হয়। সচিবদের সংখ্যা অনধিক ১৩ জন। এঁরা কোনও কক্ষের সদস্য নাও হতে পারেন। মার্কিন মন্ত্রীরা কর্মচারি মাত্র।

জাতীয় সঙ্গীত : আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীতের নাম ''দি স্টার স্প্যাঙ্গ লড ব্যানার'' (তারাই চুমকি বসান নিশান), রচনা করেন ফ্রান্সিস স্কট কী নামে এক জন সৈনিক, ১৯৩১ সালে স্কট কী রচিত সঙ্গীতটি জাতীয় সঙ্গীতের স্বীকৃতি পায়।

হোয়াইট হাউস : আমেরিকার রাষ্ট্রপতির সরকারি বাস ভবন এবং দপ্তরটির নাম হোয়াইট হাউস, ১৮০০ সালে তৈরি সুদৃশ্য এই বাড়িটির স্থপতি ছিলেন জেমস্ হোবন। হোয়াইট হাউসের প্রথম রাষ্ট্রপতি জন অ্যাডামস।

২০৩৫-এ ভারত সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দেবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতবর্ষকে যাঁরা স্বপ্ন দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ডাঃ এপিজে আব্দুল কালাম। আধুনিক দুনিয়ায় কিভাবে ভারতকে শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছাতে হবে তার পথ দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন এই মিসাইল ম্যান। তিনি পরলোকে চলে গিয়েছেন, রয়ে গিয়েছে তাঁর স্বপ্ন।

নমস্য বিজ্ঞানী ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ কালামের স্বপ্ন ছুঁতে সরঞ্জাম এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে কিভাবে প্রযুক্তির জোয়ার আনা যায় তার সন্ধানে এক জাতীয় আলোচনা সভা হয়ে গেল গত ২৮ ও ২৯ জুলাই যাদবপুরে মেঘনাদ সাহা অডিটোরিয়ামে। যৌথ ভাবে এই আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, দি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মেটাল, মিলেনিয়াম ইনস্টিটিউট অফ এনার্জি এন্ড এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও টেকনোলজি ইনফরমেশন, ফোরকাস্টিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট কাউন্সিল।

উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ অনিল কাকোদকার এবং সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিজিসিআরআই-এর বিজ্ঞানী ডঃ কে মুরলীধরণ ও আরও বিজ্ঞানীরা। প্রকাশিত হয় উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রযুক্তি কী ভাবে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং ভারতকে ভবিষ্যতে কোথায় পৌঁছে দেবে তার গবেষণামূলক পুস্তিকা 'টেকনোলজি ভিশন'।

আলোচনা সভায় উপস্থিত বক্তাদের নির্যাস বলে দিল আগামী ২০৩৫ সালে উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। ডাঃ কালামের স্বপ্নকে বাস্তব করতে প্রধানমন্ত্রীর মেক ইন ইন্ডিয়া, মুদ্রা যোজনা এই সম্ভাবনাকে জেট গতি দিয়েছে। কাঁচ, সিরামিক, ধাতব শিল্পে ভারত নতুন আলো নিয়ে আসছে বিশ্বে।

যেসব উৎপাদন আজ আমাদের আমদানি করতে হয় কিছুদিনের মধ্যে ভারত সেইসব উৎপাদন রপ্তানি করবে বিশ্বে। এটা সম্ভব হবে কাঁচা মালের সম্ভার, সুলভ শ্রম, নিজস্ব প্রযুক্তি ও গবেষণা এবং মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের জন্য। এখন শুধু চাই দলমত নির্বিশেষে এই সম্ভাবনার পিছনে দাঁড়ানো। সংসদে জিএসটি বিল পাশ সেই লক্ষ্যে এগোনোর উদাহরণ বলেই মনে করছেন প্রযুক্তি ও অর্থনীতিবিদরা।

ছবি : উৎপল কুমার রায়

দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়

অরুণ অধিকারী

কথায় বলে ''Face is the mirror of mind'' অর্থাৎ মুখ মনের আয়না। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। সত্যিই তাই। কি জাদু আছে এর পিছনে? সুন্দর মনের মানুষই তো সুন্দর মুখ ও বুকের অধিকারী হয়। হ্যাঁ সুন্দর মুখ ও বুকের সৃষ্টিকর্তা কিন্তু মন। সাথে অবশ্য মগজকে Guide, Philosopher, Friend হিসেবে পাওয়া চাইই। আবেগকে বুদ্ধি করে কাজে লাগিয়ে শরীরকে Feel Good দিয়ে Happy Hormone গুলিকে ক্ষরণ করাতে জানতে হয়। এই জানাটা মগজ করে থাকে। এবং বলা বাহুল্য পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস হৃদয় দিয়ে উপভোগ করার ক্ষমতা থাকা চাই। সুন্দর মুখ ও দীর্ঘ সুস্থ জীবন লাভের ব্যাপারে জাদু এটাই। আসুন, এবার একটু হালকা ভাবে বিষয়টি আলোচনা করা যাক।

প্রকৃত সুন্দর বা সুন্দরীকে তা বোঝাতে গেলে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে। অনেকে বলেন প্রকৃত সুন্দর বা সুন্দরী হয় না। যা হয় তা শুধু যৌন আবেদন (Sex Appeal) অর্থাৎ যৌন আবেদনই সুন্দর চেহারার আসল চাবিকাঠি।

যে মেয়েটা আসলে সুন্দরী, আসলে সে যৌন আবেদনের জন্য সুন্দরী। মুখ ও শরীরের ভাষায় যে আবেদন ফুটে উঠছে, তাতে দর্শক পুরুষের টেস্টোরেন ক্ষরণ শুরু হচ্ছে। কারণ, তার মন এক আরাম উপভোগ করছে। তাই মেয়েটাকে সুন্দরী মনে হচ্ছে এবং মনে মনে তাকে কামনা করছে। তবে সুন্দর পিপাসার নিষ্পাপ এক আরামও কাজ করে। মন ভালো করার মতো সুন্দর মুখ বা অন্য কিছুও Happy Hormone, যেমন ডোপালিন, এন্ডারফিন ক্ষরণ ঘটায়। আমাদের নার্ভতন্ত্রকে তরতাজা করে তোলে। সুস্থ মন ও মগজ মানে সৌন্দর্যকে আস্বাদন করা। এই প্রসঙ্গে কোন এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বলেছিলেন মানুষের মন থেকে সৌন্দর্য বোধ চলে গেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। ভাললাগা বোধ থেকেই তো সৌন্দর্য বোধ (সামাজিক মাপকাঠিতে স্বীকৃতিটুকু) পাই। ভাল লাগছে মানে, তা আমি ভালবাসি। যা আমি ভালবাসি তাই ভাল লাগে। যা ভালবাসি তার মধ্যেই আমার সৌন্দর্য্য খুঁজে পাই। খুঁজে নি, সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য। আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে উপভোগ করি। আর এর সাথে শরীর ও মন সুস্থ করি (Bio-psychological system) এর মাধ্যমে।

যাইহোক এবার আসি সেই জাদু যা নাকি সুন্দরের চাবিকাঠি নাম যৌন আবেদন।

যৌন আবেদন কি?

যে আবেদন, মানুষকে কাছে টানে, চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে, সম বা বিপরীত Sexকে মনের আরাম দেয়, মনকে feel good দেয়, মনটা ভালো হয়ে যায়, যে বিশেষ গুণের জন্য নর ও নারী একে অপরের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, তাই যৌন আবেদন। এটা একটা বিশেষ গুণ। নারী-পুরুষ সকলেই এই গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হন। অর্থাৎ শুধু মাত্র পুরুষ নারীকে বা নারী পুরুষকে আকর্ষণ করবে না। পুরুষ পুরুষকে এবং নারীকে আরেক নারীতেও আকৃষ্ট করে। অবশ্য এর সাথে Sex Hormone সহ অন্যান্য Happy হরমোন (ডোপামিন, এন্ডারফিন) এর কারসাজি বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।

মনের বার্তা

তাই যৌন আবেদনে অশ্লীল কিছু আছে, তা জোর দিয়ে বলা যাবে না। কারণ, উন্নত মানবিক গুণ সমন্বয়ে সত্যিকারের মানবিক আবেদন ফুটে ওঠে বলেই আমরা উপযুক্ত প্রেমিক পাই। দেশ প্রেমিক, শিল্প প্রেমিক, সমাজ প্রেমিক, আধ্যাত্মিক প্রেমিক, বিজ্ঞান প্রেমিক, সাহিত্য, পরিবেশ প্রেমিক সহ আরও অনেক প্রেমিক যাদের প্রেমে সমাজে মানুষ মঙ্গল পথের ঠিকানা খুঁজে পায়। পৃথিবীটা বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। এই মাটি, মানুষ, ধন্য হয়।

আসলে, এর আরেক নাম ব্যক্তিত্ব। সহজ কথায় ব্যক্তিত্ব মানে চলা, বলা, গলায়, নিজেকে শিল্প সমৃদ্ধ করে নিজেকে প্রকাশ করার কলা ও কৌশল। তবে তা যথেষ্ট সততা ও যুক্তি বুদ্ধির সমন্বয়ে সংগঠিত হওয়া চাই। এই কলাকৌশল মানুষকে কাছে টানে। ব্যক্তিত্ব এমন এক জাদু, যার দ্বারা মানুষ বিশ্বাস, আস্থা, ভরসা রেখে নিশ্চিত হতে পারে। আস্থাভাজন ব্যক্তির সেই ব্যক্তিত্ব আছে বলে মনে করা হয়।

ব্যক্তিত্ব এমন এক জাদু যা রূপ থাকলে ধরে দেয়, না থাকলে গড়ে দেয়। অর্থাৎ মনোগ্রাহী ব্যক্তিত্ব সবাইকে কাছে টানে এবং মনে এক আরাম অনুভব হয়।

বুদ্ধি ও স্মৃতির সাথে ব্যক্তি গড়ার মধুর সম্পর্ক আছে। তবে সব কিছুর মূলে হল সুস্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য মানে সুস্থ থাকা। স্বাস্থ্য দু'প্রকারের হয়।

(১) শরীরের স্বাস্থ্য, (২) মনের স্বাস্থ্য

পৃথিবীতে সেই ব্যক্তি সুখী যার স্বাস্থ্য ভালো অর্থাৎ সর্ব সুখের মূলে আপনাকে স্বাস্থ্যবান হতে হবে। শরীর ও মনের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে হবে।

Feel Good দিয়ে বা নিয়ে মন যে আরাম পায় তাই হলো সুস্থতা। (অবশ্যই সামাজিক মাপকাঠিতে গ্রহণযোগ্যটুকু) তার জন্য IQ এবং EQ এর ভারসাম্য (Balance) রাখার কৌশল জানা জরুরি। কারণ EQ (Emotional Quetient) যদি গাড়ি হয় IQ (Intelligent quotient) হবে Driver. আবেগকে বুদ্ধি করে ব্যবহার করার মাধ্যমে নিজের স্বার্থ যেন সিদ্ধ হয়। (স্বার্থ বলতে সেই মনের আরাম পাওয়ার ব্যাপারটাকেই বোঝাতে চাইছি। কারণ, স্বার্থ ছাড়া আমরা কোন কাজ করি না। মানুষকে নিঃস্বার্থ ভাবে উপকার করার মাধ্যমেও নিজের মন আরাম পায়। ওই আরামই কিন্তু স্বার্থ)

যাইহোক, চেহারায় ভাল থেকে সুস্থ জীবন লাভ করতে হলে ভালবাসায় বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে। সব কিছুর মধ্যে যাঁরা ভালবাসার ছোঁয়া পান— তাঁরা feel good পান বলে, happy হরমোন গুলি ক্ষরণ হয়, সেই সাথে শরীরের যাবতীয় সিস্টেম সঠিকভাবে কাজ করে। এর জন্য চাই positive thinking যা দিয়ে তৈরি হয় positive personality. (ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব)। এই ইতিবাচক (+) ব্যক্তিত্বরা সব কিছুর মধ্যে ভাল কিছুকে খুঁজে বেড়ান। সব কিছুর মধ্যে তারা ভাল কিছু দেখেন, ভাল কিছু করেন, ভালো কিছু শোনেন। তাই তাদের মধ্যে Law of Attraction সৃষ্টি হয়ে এক চৌম্বকীয় আকর্ষণীয় শক্তি সৃষ্টি হয়। চলা, বলা, গলার মাধ্যমে সবটা ব্যক্তিত্ব হয়ে ঝড়ে পড়ে।

শেষাংশ পরবর্তী সংখ্যায়

যে কোনও মানসিক সমস্যা আমাদের জানান। সমাধান বাতলে দেবেন বিশেষজ্ঞরা।

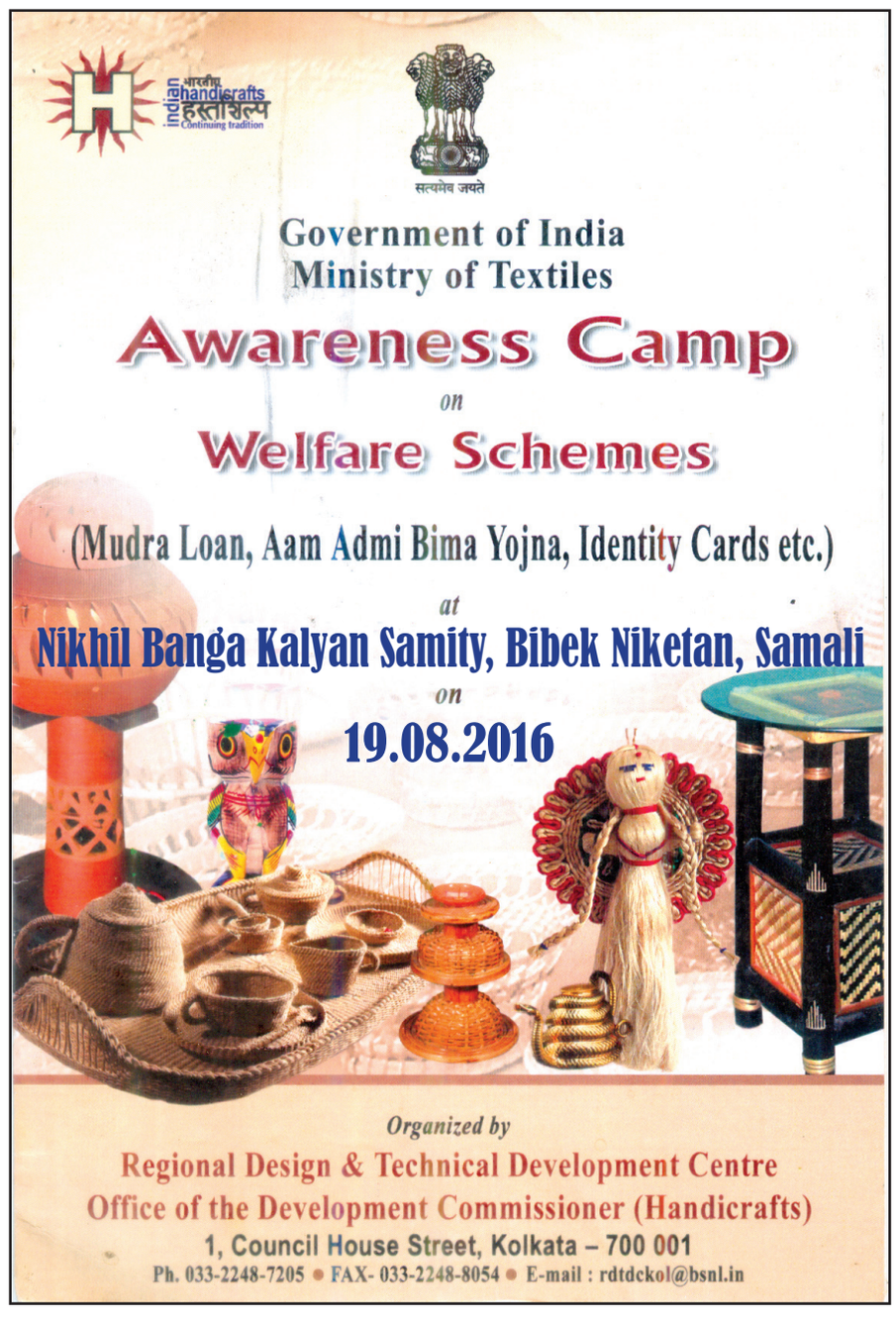

মাঙ্গলিকী

বর্ধমানে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ জুলাই বর্ধমান জেলার চৈতন্যপুর গ্রামের শৈলেশ্বর মন্দিরের মিলন

মঞ্চে মাধ্যমিক–উচ্চমাধ্যমিকে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের কমলাক্ষ মুখার্জী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। দাদা রীনা মুখোপাধ্যায়। 'প্রবীণ চক্রের' ব্যবস্থাপনায় ও 'জাগরুক' এর সহযোগিতায় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ উদয়চাঁদ চৌধুরী এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। এছাড়া অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, রীনা মুখোপাধ্যায়, প্রবীণচক্রের সভাপতি ও সমাজসেবী মতিলাল মুখোপাধ্যায়, 'আহ্বান' পত্রিকার সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, 'কুমুদ কালিদাস' পত্রিকার সম্পাদক কবি চন্দ্রগোপাল ঘোষ, করুণা সিন্ধু দাঁ, শুভেন্দু যশ, বাসুদেব যশ, বংশীচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির ভাষণে বাসুদেববাবু বলেন যে একটি রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব হয় যার উপরে সেটি হল শিক্ষা। শিক্ষাই আনে চেতনা। আর চেতনা না ফিরলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু যার পেটে দু'বেলা অন্ন জোটে না, তার কাছে শিক্ষা হল বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই কবি বলেছেন— ''ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'। কিন্তু এটা ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' বানানোর স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। আর আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী গরিবের ঘরে দুবেলা অন্ন তুলে দিতে দুটাকা কিলো দরে চাল–গম দিচ্ছেন। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নতিতে কন্যাশ্রী প্রকল্প, যুবশ্রী প্রকল্প ইত্যাদি চালু করেছেন।

সুতরাং আগামী দিনে এইসব ছাত্রছাত্রীদেরও দেশের জন্যে, সমাজের জন্য দায়বদ্ধতার কথা ভাবতে হবে। এছাড়া অন্যান্য অতিথিদের বক্তব্য শেষে সভাপতি উদয়বাবু ছাত্র–ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে তোমরাও আগামী দিনে দেশের এবং মানুষের মঙ্গলের কথা ভাববে এই আশা রাখি। এদিন কৃতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মাধ্যমিকে দোয়েল ঘোষ, অর্পিতা ঘোষ, অনুশ্রী প্রামাণিক, সঞ্চিতা ঘোষ এবং উচ্চমাধ্যমিকে সাগ্নিক মুখোপাধ্যায়, পায়েল মুখোপাধ্যায়, সূর্যনারায়ণ হাটী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি লক্ষ্মীনারায়ণ রায় ও বশীচন্দ্র ঘোষের সুন্দর সঞ্চালনে বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

বরিশার জাদু আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ জুন বরিশার জাদু আড্ডায় ৯ জন জাদুকর যোগদান করেন। প্রথম পর্বে ছিল কিছু শোক পালন। সদ্য প্রয়াত হয়েছেন আড্ডার মুখ্য আহ্বায়ক বরিষ্ঠ জাদুকর সতিপ্রসাদ সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় সরকার। চলে গেলেন মাত্র ৫০ বছর বয়সে। সঞ্চালক অরুণ বন্দোপাধ্যায় সঞ্জয় সরকারের স্মৃতিচারণা করে বলেন, সঞ্জয়ের অতি নম্র স্বভাবের কথা, যার তিনি প্রমাণ পান গত ফেব্রুয়ারিতে, সতিপ্রসাদের নিমন্ত্রণে যখন তিনি ইংরেজ জাদুকর, ভারতপ্রেমী রণ চ্যাটবার্ণকে নিয়ে যান সতিপ্রসাদের বাড়িতে, সঞ্চালক গভীর দুঃখের সাথেই বলেন সঞ্জয়ের এই 'চলে যাওয়া' মেনে নেওয়া যায় না। তবু মেনে নিতে হয়। তাই আসরে অনুপস্থিত বন্ধুবর সতিপ্রসাদের উদ্দেশ্যেই তিনি বলেন, 'সতি, দুঃখকে বুকে বেঁধেই, দৈনন্দিন জীবনে আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠো, তোমার পুত্রহারার শোক আমরা জাদু আড্ডায় সমানভাবে বহন করছি'...

সম্প্রতি প্রয়াত হলেন সুখ্যাত শ্যাডোগ্রাফ আর্টিস্ট জাদুকর সব্যসাচী সেন। তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সঞ্চালক বললেন সত্যজিৎ রায়ের চলচিত্র সহ আরও চলচিত্রে সব্যসাচীর শ্যাডোগ্রাফির প্রদর্শনের কথা। সঞ্চালক একটি আলোক চিত্র দেখালেন, বহু বছর আগে যা তোলা হয়েছিল রবীন্দ্রসদনে, বাংলাদেশের জাদুকর জুয়েল আইচের জাদু প্রদর্শনীর শেষে। যে আলোক চিত্রে ধরা রয়েছেন সব্যসাচী সেন। গত আগস্টে 'গৌতম গুহ' স্কুল অব ম্যাজিক–এর অনুষ্ঠানে জাদুকর সব্যসাচী–র প্রদর্শিত একটি খেলার কথা বললেন সঞ্চালক— একটি মামুলি জাদুর খেলাকে অনবদ্য বাচন ও অভিনয়ের মাধ্যমে কোন মাত্রায় নিয়ে যাওয়া যায় সেদিন তারই প্রমাণ রেখেছিলেন জাদুকর সব্যসাচী সেন'— এ কথাই বললেন সঞ্চালক... জাদুকর, শ্যাডোগ্রাফ আর্টিস্ট সব্যসাচী সেনের আরও অনেক দেবার ছিল বাংলার সুস্থ সাংস্কৃতিক জগতে তার আগেই চলে গেলেন 'কোন খেয়ালে, কে জানে'...

৯০–এ পা দেওয়া সর্বজন শ্রদ্ধেয় জাদুকর নিরঞ্জন চক্রবর্তীও চলে গেলেন কিছুদিন আগে। এক জাদু পাগল, প্রাজ্ঞ জাদুকর ছিলেন নিরঞ্জন চক্রবর্তী। তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত, জাদুকর জাদু ইতিহাসবিদ ক্রিস দ্রিনসনের লেখা 'লায়াল দে গ্রেট' জাদু গ্রন্থটিতে নিরঞ্জন চক্রবর্তীর একটি প্রকাশিত চিঠি দেখালেন সঞ্চালক। কয়েক বছর আগে জাদুকর নিরঞ্জন চক্রবর্তীকে হাওড়া ম্যাজিক সার্কেল তাঁদের বার্ষিক সম্মেলনে সংবর্ধনা দিয়ে উক্ত সার্কেলের সদস্যবৃন্দ নিজেদেরকেই অলংকৃত করেন বলেই মনে করেন সঞ্চালক তা তিনি সোচ্চারে বলেন। শোক পর্ব শেষ হল প্রয়াত ত্রয়ীর জ্যোতির্ময় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। উঠে দাঁড়িয়ে সকলের ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে।

এদিন আড্ডায় আসেন বাংলাদেশের যুবা জাদুকর রাজীব বসাক। তিনি বর্তমানে বাংলা দেশে জাদুকলা চর্চার ধারা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। বিদেশ থেকে সংগৃহীত কয়েকটি বৈঠকী জাদু দেখান। তিনি তাঁর জাদু প্রদর্শনীতে কি ধরনের 'বাচন' ব্যবহার করেন তা শোনান। আবার মানুষের মন থেকে কুসংস্কার দূর করবার জন্য তিনি একটি খেলা দেখিয়ে সেটির কৌশলও দেখিয়ে দেন বলেন আর তা শুনেই তীব্র প্রতিবাদ জানালেন সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়— বললেন, কোনও জাদুকরেরই এইভাবে জাদুকলার ক্ষতি করার অধিকার নেই— শ্রী বসাক তা মেনে নেন, বলেন তিনি এভাবে তাঁর জাদুপ্রদর্শনীতে আর খেলার কৌশল জনগণকে দেখিয়ে দেবে না। (কিন্তু সত্যিই কি আর দেবেন না?!!!)

এদিন জাদু প্রদর্শনীর পর্বে আড্ডাকে মাতিয়ে দিলেন যাঁরা বিবিধ জাদু প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁরা হলেন জাদুকর অশোক বিশ্বাস (তাস, মুদ্রার জাদু), জে পি ব্যানার্জী (তাস), অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (আল কোরাণের 'মনের ম্যাজিক') প্রমুখ। জাদু কলা নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনায় মাতলেন আড্ডায় উপস্থিত সব জাদুকরই, যাঁদের মধ্যে ছিলেন আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জাদুকর সমীর গুহ ঠাকুরতা (চা–পানের ব্যবস্থাও ছিল যথারীতি), আইনজীবী সৌখীন জাদুকর নাট্যকর্মী মানস সিনহা প্রমুখ। আড্ডা জমে উঠলো যথারীতি প্রতিবারের মতন...

ভারত আবার জগৎ সভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি এক পরিচিত ক্যালিফোর্নিয়ায় ছেলের কাছে গিয়ে ওখানে একটা ম্যাজিক সরঞ্জামের দোকানে যায়, দোকানদার কথা বলতে বলতে জিজ্ঞাসা করেন কোথা থেকে আসাছি। উনি বললেন, ইন্ডিয়া, কলকাতা থেকে। সাথে সাথে দোকানদার উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'সরকার!' বিশ্বব্যাপী জাদুপ্রেমী মানুষের কাছে 'ম্যাজিক' মানে হল 'সরকার'

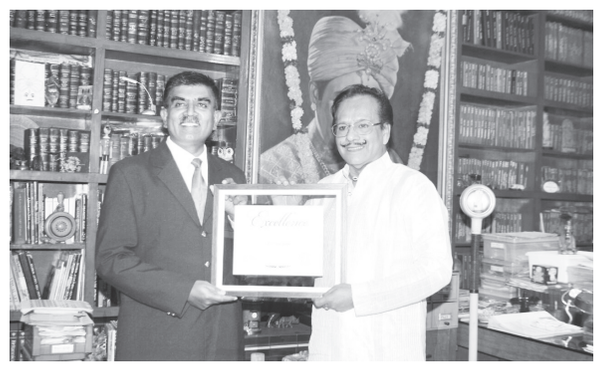

এটাই স্বাভাবিক ৩০ বছর ধরে জাদু সম্রাট পিসি সরকার সিনিয়র (পদ্মশ্রী) তাঁর 'ইন্দ্রজাল' প্রদর্শনী নিয়ে বিশ্ব জয় করেছেন, ভারত উপমহাদেশে পাঁচ হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির কথাই বিশ্বজগতকে জানিয়ে এসেছেন তাঁর বিস্ময় সমৃদ্ধ 'ইন্দ্রজাল' জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে। তারপর ৪৬ বছর পার করে সেই একই কাজ করে চলেছেন জাদু সম্রাটের সুযোগ্য পুত্র বিশ্ববন্দিত জাদুকর ডঃ পিসি সরকার জুনিয়র।

পিতার মতনই পুত্র সরকার জুনিয়ার 'ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী নিয়ে নিরন্তর বিশ্ব পরিক্রমার জন্য দেশ–বিদেশ থেকে অজস্র সম্মাননা পেয়েছেন ও এখনও পেয়ে চলেছেন। এর সাম্প্রতিক নিদর্শন হল ২৬ জুলাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক থেকে 'রচেস্টান অ্যাক্রিডেটশান ইনস্টিটিউট'–এর এক প্রতিনিধি দল কলকাতায় এসে ইন্দ্রজাল ভবনে সরকার জুনিয়রের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন বিশেষ সম্মাননা পত্র। এই পত্রের মাধ্যমে তাঁকে সম্মান জানানো হল এই বলে 'সরকার জুনিয়র বিশ্বের সেরা এন্টারটেনারদের মধ্যে একজন'। তিনি বিশিষ্ট জাদুকর তো বটেই, সেই সাথে এক মঞ্চ শিল্পী হিসাবে বিশ্বের যে কোনও দেশেই তাঁর ইন্দ্রজাল মঞ্চ জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিরাট দর্শক মন্ডলীর সাথে যেভাবে তিনি মহিমান্বিত। নিজস্ব ধাঁচে আত্মিক সংযোগ ঘটাতে পারেন, যা দর্শকমন্ডলীকে যেন কি এক অনুপ্রেরণা যোগায় যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায়না...'

বলা বাহুল্য, জাদুকর ডঃ পিসি সরকার জুনিয়রের এই সাম্প্রতিক সম্মান লাভ, দেশের ও দশের গৌরব— আমরা গর্বিত!...

নির্মল কর্মসূচির উদ্বোধন

অরিন্দম রায়চৌধুরী : রাজ্য সরকারের 'মিশন নির্মল বাংলা' প্রকল্পের অন্তর্গত 'নির্মল উত্তর চব্বিশ পরগনা' এই কর্মসূচির উদ্বোধন হল ২৫ জুলাই সোমবার বারাসতের রবীন্দ্রভবনে। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা শাসক অন্তরা আচার্য ও জেলা সভাধিপতি রেহানা খাতুন। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যে শপথগুলিকে সামনে রাখা হচ্ছে, সেগুলি হল, প্রত্যেকের নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখা, নিজেদের চারপাশকে পরিচ্ছন্ন রাখা, যত্রতত্র নোংরা না ফেলা ও অন্যকে ফেলতে না দেওয়া, খোলা জায়গায় মলত্যাগ না করা, খাওয়ার আগে, শৌচকার্য করার পরে, শিশুকে খাওয়ানোর আগে, শিশুর মল পরিস্কার করার পরে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া, পানীয় জল স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবেশন করা। এই মর্মে আট সপ্তাহব্যাপী চলবে এই কর্মসূচি।

যার প্রথম সপ্তাহে থাকছে আইসিডিএস, ওডিএফ, দ্বিতীয় সপ্তাহে স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক, তৃতীয় সপ্তাহে সমাজ কল্যাণ ও সংশোধনাগার, সমস্ত কার্যালয় ও প্রশাসনিক ভবন, চতুর্থ সপ্তাহে গ্রাম পঞ্চায়েত ও এমজিএনআরইজিএ, পঞ্চম সপ্তাহে ধর্মীয় সংগঠন সমূহ ও জনপরিবহন ব্যবস্থা, ষষ্ঠ সপ্তাহে পুর অঞ্চল, সপ্তম সপ্তাহে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং অষ্টম সপ্তাহে স্বনির্ভরগোষ্ঠী। এদিন স্বাগত ভাষণ রাখেন জেলা শাসক।

জেলা সভাধিপতি ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক তথা বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, জেলা সহ সভাধিপতি কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের তৃণমূল নেতৃত্ব নারায়ণ গোস্বামী, বিধায়ক শীলভদ্র দত্ত, পার্থ ভৌমিক সহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন সচিব ছাড়াও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষগণ, জেলার সমস্ত পুরসভার পুরপ্রধান ও সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধানগণ। এছাড়াও ছিলেন জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগণ ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকগণ। উপস্থিত ছিলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রলয় আচার্যও।

গানের বর্ষায় নয়া সিডি

পার্থসারথি গুহ: বর্ষা এখনও দক্ষিণবঙ্গে জাঁকিয়ে আসেনি। ভারতের নানা শহর এমনকি উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত প্লাবিত হচ্ছে ভারি বৃষ্টিতে। বর্ষার এই অভাব অবশ্য মিটিয়ে দিতে পারে সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে মুক্তি পাওয়া নতুন একটি গানের সিডি। অন্তত সঙ্গীত বর্ষায় তো বটেই। রুহু মিউজিকের ব্যবস্থাপনায় নবীন সায়ন গুহ'র কম্পোজিং জাদুতে সুমনা দত্তের এই আটটি গান সম্বলিত সিডিটি নিঃসন্দেহে আলাদা মাত্রা দাবি করে। গান লিখেছেন রূপম গুহ এবং জয় দত্ত। কলকাতা প্রেস ক্লাবে সিডির আবরণ উন্মোচনের দিন উপস্থিত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন নামিদামি ব্যক্তিত্ব। যাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য নাম, সঙ্গীত পরিচালক গৌরব চট্টোপাধ্যায়, অশোক ভদ্র, উঠতি গায়ক দুর্নিবার সাহা, অভিনেত্রী সুচন্দ্রা চন্দ্র প্রমুখ। প্রসঙ্গত রুহু মিউজিক বা সংক্ষেপে রুজিক সঙ্গীতের এমন সব নয়া আঙ্গিকের জন্ম দিচ্ছে যা আগামী দিনে সংস্থাটিকে বড় জায়গায় রূপান্তরিত করতেই পারে।

মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস

মলয় সুর, চুঁচুড়া : হুগলি মহিলা কলেজের ৬৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল গত সোমবার। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষা সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালন সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রীরা। এদিন কলেজের যে সব ছাত্রীরা ভাল ফল করেছে তাদের পুরস্কৃত করা হয়। অধ্যক্ষা বলেন ১৯৪৯ সালে মাত্র ৩৩ জন ছাত্রীকে নিয়ে এই কলেজের পথচলা শুরু। এখন এই কলেজ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কলেজ হিসাবে পরিগণিত। জয়দীপবাবু বলেন, বেশ কিছু বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ভারতের সুপ্রাচীন এই কলেজ নারী শিক্ষায় আজ একটি উজ্জ্বল না। আগামী দিনে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কলেজ শুধু বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েই নয় বরং সারা ভারতে একটি উজ্জ্বল নাম হয়ে উঠবে।

গুরু পূর্ণিমা উৎসব

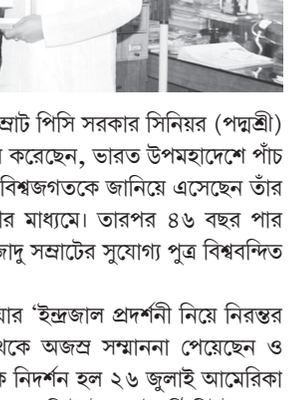

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৯ জুলাই সন্ধ্যায় মধ্য কলকাতার কেশব সেন স্ট্রিটে 'মা সারদা এন্টারপ্রাইস' এর উদ্যোগে ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, কর্ণধার, সমাজসেবী ও ভক্তপ্রবর শ্রী সমর সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় চতুর্থ বার্ষিক ''গুরু পূর্ণিমা মহোৎসব'' মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে সত্য নারায়ণ পূজো ও মঙ্গলারতির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অসংখ্য ভক্তবৃন্দ ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, মা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের সুসজ্জিত ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কয়েকজন বক্তা ''গুরু পূর্ণিমার'' মহান তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে শোনান। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী কল্যাণেশানন্দ ও শ্যামল নায়েক। শেষে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুমিত্রা সরকার।

সাংস্কৃতিক কর্মশালা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালনায় এবং পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমি ও পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমির যৌথ উদ্যোগে উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতে ২২, ২৩ ও ২৪ জুলাই তিনদিনব্যাপী আয়োজিত হয় আবৃত্তি কর্মশালা। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও জেলা পরিষদের যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মশালার সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ২৪ জুলাই, রববার বারাসত পুরসভার বিদ্যাসাগর প্রেক্ষাগৃহে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সহ আধিকারিক বাসুদেব ঘোষ, কবিতা আকাদেমির সভাপতি কবি সুবোধ সরকার, বাচিক শিল্পী সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের স্থায়ী কর্মাধ্যক্ষ রণজিত দাস, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অনিন্দ্য গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। এদিন উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বাতী সেনগুপ্ত ও তার সম্প্রদায়। স্বাগত ভাষণ দেন অনিন্দ্য গঙ্গোপাধ্যায়। বাচিক শিল্পী সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, এই কর্মশালায় ৬১ জন অংশগ্রহণ করেন। সুবোধ সরকার তার বক্তব্যে বলেন, 'রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচির বাইরেও যে কর্মসূচি আছে, তা হল সাংস্কৃতিক কর্মসূচি।' তিনি আরও বলেন, 'কবিতা আকাদেমি একটি নবগঠিত সংস্থা। এই সংস্থার এটিই প্রথম প্রকাশ্য অনুষ্ঠান।' বক্তব্য রাখেন কর্মাধ্যক্ষ রণজিত দাস। বাসুদেব ঘোষ বলেন, 'গ্রামস্তরে বহু প্রতিভা আছে, যাদের প্রকাশ ঘটে না। এই কর্মসূচির লক্ষ্য, গ্রামস্তরের সেই সব প্রতিভার অন্বেষণ করা।' এদিনের অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত পরিবেশন ছাড়াও আকর্ষণীয় ছিল আদিবাসী নৃত্যানুষ্ঠান।

গাজী বাবার মাজারে মিলনতীর্থ

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : শুরু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুঁটিয়ারি শরিফে গাজী বাবার মেলা। ইতিমধ্যে শুধু এইরাজ্য নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এবং বিদেশ থেকে পর্যটক, সাধারণ মানুষ এবং ভক্তরা আসতে শুরু করেছে। ফলে মোবারক গাজীর মাজার বা দরগা প্রতিবছরের মতন এ বছর ১৭ শ্রাবণ উপলক্ষে সর্ব ধর্মের মিলনতীর্থ হয়ে উঠছে। গাজীবাবার মেলাকে কেন্দ্র করে রয়েছে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা। আছে বিশাল পুলিশবাহিনী, র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স, মহিলা পুলিশ। এছাড়াও রয়েছে ২৪ ঘন্টার মেডিক্যাল ক্যাম্প। যাত্রীদের জলোছত্র দেওয়া

হচ্ছে। পুকুরের জলে ফুল ভাসিয়ে নিজেদের মনোস্কামনা পূর্ণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। রাজা মদন মোহন রায় চৌধুরী নবাবের কাছে বকেয়া খাজনার বিপদ কাটাতে গাজীবাবা এলাকার জলকষ্ট নিবারণের নিমিত্তে নিজের হাতে পুকুর খননের শর্তে রাজাকে বিপদ মুক্তির পথ বাতলান। রাজা নিজে আড়াই কোপ মাটি কাটার পর পীরের ইচ্ছায় সেখানে জলপূর্ণ হয়। বর্তমানে ইঁটের গাঁথুনির এই পুকুরটি 'মক্কা পুকুর' নামে পরিচিত। পুকুরের জলে পা দেওয়া পাপ। এই পুকুরের জলে ফুল ভাসিয়ে ভক্তরা মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

মিতালী সংঘের খুঁটি পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিবারের মতন এবারেও গড়িয়ার মিতালী সংঘে নব দুর্গার খুঁটি পুজো হয়ে গেল। এবারে খুঁটি পুজোয় খ্যাতনামা অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, ক্রিকেটার–মন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা, স্বর্ণযুগের ফুটবল তারকা পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকগীতি গায়ক স্বপন বসু উপস্থিত ছিলেন। যাঁর উদ্যোগে বহু বছর ধরে গড়িয়ায় নব দুর্গা সুখ্যাতি অর্জন করেছে তিনি হলেন ২৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভ্র মুখোপাধ্যায়। সেদিন একই সঙ্গে ফণীভূষণ ভবনে প্রতিবারের মতন রক্তদান শিবির খোলা হয়। গড়িয়ায় ব্যবসায়ী সমিতি থেকে অটো চালক, সাধারণ নাগরিক ও ভ্যানচালক সবাই একত্রিত হয়ে রক্ত দান করেন। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রক্তদাতার সংখ্যা হিসাব মত মোট ৩৫০ জন। রক্ত দেওয়ার পর প্রত্যেককে দেওয়া হয়

উপহার স্বরূপ একটি করে সরবত সেট ও মিস্টির বাক্স। গড়িয়ার কাউন্সিলর অভ্র মুখোপাধ্যায় বলেন রক্তের কোনও পরিচয় নেই, না হিন্দু না মুসলিম, কোনও জাতি ভেদাভেদ রক্তে নেই, সুতরাং কোনও রং না দেখে যখনই কারোর রক্তের প্রয়োজন পড়বে আমাদের কাছে চলে আসবেন আমরা রক্ত দেওয়ার সুবিধা করে দেব।

ইদানিং সাড়ম্বরে চালু হওয়া খুঁটি পুজোয় নতুন সংযোজন মিতালী সংঘ। বাংলার পাড়ায় পাড়ায় খুঁটি পুজোর মাধ্যমে প্রতিদিন আগামী শারদীয় উৎসবের একটি একটি করে পাপড়ি খুলছে। উৎসব আসতে এখনও মাস দুয়েক দেরি। তবু আকাশে শরতের আমেজ লাগতে শুরু করেছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে খুঁটি পুজোর আয়োজন।

রামপুরে 'বর্ষামঙ্গল'

অভীক মিত্র : ১ শ্রাবণ ১৪২৩ রবিবার 'শ্যামসখা' পরিচালকমন্ডলীর পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় রামপুর, জয়দেব কেঁদুলিতে 'শ্যামসখা' আশ্রম প্রাঙ্গণে সকাল থেকে হয়ে গেল 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠান। একইসঙ্গে আশ্রম সংলগ্ন ভূমিসহ বনদফতরের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় 'বৃক্ষরোপণ' অনুষ্ঠান। বাউল ফকিরসহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। জয়দেবের আকাশ বাতাস মেতে ছিল বাউল ফকিরি জারি মুর্শিদি–ঝুমুরিয়াসহ নানান গানের সুরে সুরে এবং সেইসব গানের সৃষ্টির ইতিহাসের গল্পে।

চিনপাই গ্রামের ৫০০ বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর দুর্গাপুজো হাতে গোনা মাত্র কয়েকটা দিন। কলকাতা সহ আরম্ভ হয়েছে মূর্তি গড়ার কাজ। বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ব্লকের বর্ধিষ্ণু গ্রাম চিনপাই। ২৩টি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে চিনপাই পঞ্চায়েত। চিনপাই গ্রামের মিত্র পরিবারের দুর্গাপুজো প্রায় ৫০০ বছরের বেশি প্রাচীন। রেল স্টেশন, সাইবার ক্যাফে, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, পঞ্চায়েত অফিস, গ্রন্থাগার, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের এটিএম, প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, আশ্রম, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পশুচিকিৎসা কেন্দ্র সবই আছে চিনপাই গ্রামে। চিনপাই গ্রামের মিত্র পরিবারের আদিনিবাস ছিল পাশ্ববর্তী কলোরা গ্রামে। ঘটে পটে পূজিত হয় মিত্রপরিবারের পুজো। সপ্তমীর সকালে রীতি মেনে চাষাপাড়ার পুকুর থেকে দোলা আনা হয়। সপ্তমীর দিন হয় চালকুমড়ো বলি। চিনপাই গ্রামে বসতি স্থাপন করতে আসার সময় মিত্র পরিবারের অবিচ্ছেদ্য গোপাচাঁদ ঠাকুর এবং দেবী দুর্গাপুজো প্রতিষ্ঠা করে চিনপাই গ্রামে। মিত্রবাড়ির পুজোয় মূর্তি পুজো হয় না। আজও চলে আসছে ঘটে পটে পুজোর রীতি। মিত্র পরিবারের পক্ষ থেকে অষ্টমীর দিন কলোরা গ্রামে ধর্ম্মরাজ মন্দির চত্বরে ছাগবলি দেওয়া হয়। কয়েকবছর আগে চিনপাই গ্রামের ঘোষাল, চক্রবর্তী পরিবারের দুর্গাপুজোর ছাগবলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। দশমীর দিন বিষাদের সুরে দোলা বিসর্জন হয়। বিসর্জন করে ফেরার পথে চিনপাই ছোট কালী মন্দিরের বিপরীতের ধর্ম্মরাজ মন্দিরে ছাগবলি দেওয়া হয়। প্রথা মেনে রক্ততিলক কপালে নিয়ে বাড়ি ফেরার রীতি প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা 'আলিপুর বার্তা'র জেলা প্রতিনিধি এই পরিবারের সদস্য। পুজো ঘিরে উৎসবে মেতে ওঠে গোটা মিত্র পরিবার।

রিও অলিম্পিক্সে ব্রাজিল

সোনা দেখাচ্ছেন নেইমার

অরিঞ্জয় মিত্র

গত বিশ্বকাপে ঘরের মাঠেও পর্যুদস্ত হতে হয়েছিল ব্রাজিলকে। এমনকি মূল পর্বের মোকাবিলায় চিরশত্রু জার্মান তাদের ৭–১ গোলে হারায়। যা ব্রাজিল ফুটবলের ইতিহাসে কালা দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ফুটবল দুনিয়ার মক্কা অর্থাৎ রিও–তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে অলিম্পিক্স–এর আসর। অন্যান্য ইভেন্টের থেকেও ব্রাজিল ফুটবলে কি করে সে দিকে নজর থাকবে সারা বিশ্বের।

ঘরের মাঠে খেলা বলে অ্যাডভান্টেজ যত না তার থেকেও বেশি চাপে থাকে যে কোনও ফুটবল খেলিয়ে দেশ। এর জলজ্যান্ত

হিসাবে অভিহিত ব্রাজিল আজ বিশ্বে বেশ কোনঠাসা। বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে উপর্যুপরি দু–দুটি কোপা আমেরিকা ফাইনালে হারতে হলেও আর্জেন্টিনার পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়েও জার্মানির সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিয়ে চলেছে ব্রাজিলের পড়শি আর্জেন্টিনা। সেই অপমান ঘোঁচাবার সামান্য হলেও একটা সুযোগ এসে গিয়েছে ব্রাজিলের কাছে। কারণ এবার ঘরে

উদাহরণ রয়েছে গত ২০১৪–র বিশ্বকাপে। যাতে নিজেদের মাঠের সুবিধা নিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল ব্রাজিল। জার্মানির কাছে লজ্জাজনক হারের ব্যাপারটা তো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যে নেইমারের ওপর ব্রাজিল সমর্থকেরা আশায় বুক বেঁধেছিলেন তিনি সুপার ফ্লপ করেন বিশ্বকাপে। এবার অবশ্য অলিম্পিক্সের আগেই অন্য নেইমারকে পাওয়ার আশা করছে ফুটবল বিশ্ব। এই নেইমার

নিজেকে মেলে ধরেন ১৯৮৬–র মেক্সিকো বিশ্বকাপে। বলাবাহুল্য, দিয়েগোর একক কৃতিত্বে সেবার দ্বিতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা। গত ব্রাজিল বিশ্বকাপে নেইমারকেও অনেকটাই ছন্দহীন এবং 'শেকি' লেগেছে। যদিও চোটের কারণে বিশ্বকাপটা পুরোপুরি শেষ করার সুযোগ আর পান নি ব্রাজিলের এই প্রাণভোমরা। সেই তারকা ফুটবলারই এবারের অলিম্পিক্সের আগে নিজের সেরা

ফর্ম ফিরে পেতে শুরু করেছেন। যা সলতের প্রদীপ হয়ে ব্রাজিল ফুটবলকে ঘুরে দাঁড়াতে আলো দেখাচ্ছে।

গত বিশ্বকাপ থেকে এবারের শতবার্ষিকী কোপা আমেরিকা – সবেতেই চূড়ান্ত ব্যর্থতার নজির দেখিয়েছেন ফুটবল দুনিয়ার এই মুহূর্তের মেগাস্টার লিওনেল মেসি। ফাইনালে ক্রমাগত হারের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মেসি দেশের হয়ে ফুটবল না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যা নিয়ে এখনও জল্পনা চলছে আর্জেন্টিনা জুড়ে। এবারের অলিম্পিক্সে তাই আর্জেন্টিনার ওপর অতটা প্রত্যাশা নেই কারোর। যা শতভাগ রয়েছে ব্রাজিলের ওপর। ব্রাজিলের সাফল্য কামনায় ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের আতিশয্যও চোখে পড়ার মতো। আসলে ফুটবলের এই আঁতুরঘর এখনও তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ হয়ে যায়নি। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট তার গৌরব হারিয়ে সমাধিপ্রাপ্ত হলেও ব্রাজিল ফের ফুটবল কক্ষে তার নিজের আসন লাভ করবে বলেই বিশ্বাস সকলের। সেই প্রত্যাবর্তনের মাইলস্টোন হয়ে উঠতে পারে এবারের রিও অলিম্পিকসের একটা সোনা জয়। সেই অসাধ্য সাধনের ভার তাই এক এবং অদ্বিতীয়ম নেইমারের ওপর। বড় কাপ জেতার পথে মেসির সঙ্গী দুর্ভাগ্য হলেও আরও এক সুপারস্টার রোনাল্ডোর নেতৃত্বে পর্তুগাল কিন্তু এবার ইউরো কাপ জিতে নিয়েছে। ফলে নেইমারের মতো অপর ফুটবল নক্ষত্রের হাতে ফুটবলের সোনা শোভা পেতে দোষ কিসের। ব্রাজিল গত লন্ডন অলিম্পিকসেও ফাইনালে উঠেছিল। মেক্সিকোর কাছে হেরে রূপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের। চার বছর আগের নেইমার আজকের মতো অতটা ধারালোও ছিলেন না।

দুঃখের কথা এই যে ব্রাজিলকে এখন এক নেইমারের ওপর ভরসা করতে হচ্ছে। পেলে, গ্যারিঞ্চা, ভাভা, ডিডি–দের আমলের ব্রাজিলের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। জিকো, সক্রেটিস, ফালকাও, দুঙ্গা, রোমারিও, বেবেতো, রোনাল্ডো, রোনাল্ডিনহো, কাফু, রবার্তো কার্লোসদের আমলে ব্রাজিলের হয়ে দাপট দেখানোর একাধিক তারকা ছিল। এখন সবেধন নীলমণি একটাই নেইমার, এটা খুবই দুঃখের। তাও সেই উজ্জ্বলতম প্রতিভাকে ঘিরেই আপাতত যাবতীয় স্বপ্ন কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ব্রাজিলে। বিশ্বকাপ নিজের দেশে হওয়া সত্ত্বেও ব্রাজিল তাতে চূড়ান্ত ব্যর্থতার স্বাদ পায়। তাই অলিম্পিকসের আসরে অন্তত ফুটবলের সোনাটা যে করে হোক পেতে চাইছে ব্রাজিল। সেই লক্ষ্যে তাদের যদি পৌঁছে দিতে পারে নেইমার তাহলে দুধের স্বাদ (বিশ্বকাপ না পাওয়া) ঘোলে মেটানোর আস্বাদন পাবে তামাম ব্রাজিলবাসী।

ব্রাজিলের গ্রুপটা এবার খুব যে শক্তিশালী তা মোটেই নয়। বরং ইরাক, দক্ষিণ আফ্রিকাদের মোকাবিলা করা খুব একটা কষ্টকর হওয়ার কথা নয় ব্রাজিলের জন্য। লড়াই যা তা শুরু হবে মূল পর্ব থেকেই। আর এই চূড়ান্ত পর্বে ব্রাজিল যদি জায়গা করে নিতে পারে তা হলে সেই পরিচিত শত্রু জার্মানি বা আর্জেন্টিনা তার রাস্তায় কাঁটা বিছাতে পারে। অবশ্য এও ঠিক জার্মান বা আর্জেন্টিনা কেউই এবার তারকা সম্বলিত টিম নয়। সেদিক থেকে নেইমার দলে থাকা মানে অর্ধেক লড়াই আগেভাগেই জিতে নেওয়া। ফুটবলটা অবশ্য তাত্ত্বিক বিচার থেকে হবে না মোটেই। অনেক বেশি এতে প্রয়োজন উপস্থিত বুদ্ধি এবং ট্যাকটিক্যাল পদক্ষেপের। ঘরের মাঠ চাপ ব্রাজিল কাটিয়ে উঠতে পারলে তাদের সোনা পাওয়ার রাস্তা সাফ হয়ে উঠতেই পারে। তবে এবারের অলিম্পিক্স ফুটবলে নতুন কিছু শক্তি সব ফেভারিটদের কাছেই অচেনা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে। এদিকটা আশা করি বড় কোচেরা সজাগ থাকবেন। না হলে অতিরিক্ত আত্মতুষ্টির জন্য ডুবতেও হতে পারে।

জেতা ম্যাচ ড্র করল কোহলির ভারত

যুধিষ্ঠির নস্কর

প্রথম টেস্টে অবলীলাক্রমে জয়ের পর সাবাইনা পার্কের দ্বিতীয়

টেস্টেও প্রায় অ্যাকশন রিপ্লে ঘটতে চলেছিল। প্রথম টেস্টে ইনিংস ডিবিটে হারের পর চিত্রনাট্যে খুব একটা অদলবদলও ছিল না। যথারীতি প্রথম ইনিংস মাত্র ১৯৬ রান করে বান্ডিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জবাবে প্রথম ইনিংসে ফের একটা রানের পাহাড় গড়ে ভারত ৫০০ রানে নয় উইকেট হারিয়ে ডিক্লেয়ার দেয়। দ্বিতীয় ইনিংসেও ফটাফট যেভাবে ক্যারিবিয়ান উইকেট পড়ছিল তাতে মনে হচ্ছিল প্রথম টেস্টের ফলাফল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। এখান থেকেই ঘুরে যায় পরিস্থিতি। যার জন্য অতি অবশ্যই ভারতীয় শিবিরের কাছে ভিলেন হিসাবে প্রতিপন্ন প্রকৃতি।

বলাবাহুল্য হঠাৎ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে আশীর্বাদরূপে আবির্ভূত হয় বৃষ্টি। যাতে সময় নষ্ট হওয়ায় ছন্দ হারায় ভারতীয় বোলাররা। এর পর খেলা শুরুর পর অন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দেখা যায় মাঠে। সেই খেলা শেষের আগে হার না মানার মনোভাব। পূর্বসূরীদের

এই গুণ সঞ্চারিত হয় চেজ, ডরিচ, হোল্ডার, ব্ল্যাকউডদের মধ্যে আকস্মিকভাবেই। শেষের দিকে দু–একজন স্বীকৃত ব্যাটসম্যানের সঙ্গে টেলএন্ডারদের এই লড়াই মনে রাখতে হবে অনেকদিন। নিঃসন্দেহে এই দ্বীপপুঞ্জের ক্রিকেটের জন্যও এক আলাদা দিন হয়ে উঠেছিল এই লড়াইয়ের জন্য।

ফলে লজ্জাজনক আরেকটা হার এড়াতে ঠিক সক্ষম হল ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানরা। এই ড্র নিশ্চিতভাবে ক্যারিবিয়ানদের মধ্যে আগামী দুটি টেস্টের জন্য রসদ গড়ে দিল। কে বলতে পারে হয়তো তৃতীয় বা চতুর্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কড়া আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় বিরাট বাহিনীকে। অনেকে বলছেন বিরাট ঠিক সময়ে বোলিং পরিবর্তন করেন নি, কেউ বলছেন কোহলির মধ্যে এখনও সেই অধিনায়কোচিত পরিণতির ছাপ ফুটে ওঠেনি। এটা কিন্তু যে কোনও হারের পরেই দেখা যায়। একদল একেবারে হামলে পড়ছে। এতো তাও ড্র হয়েছে। এতেই কোহলির ক্যাপ্টেনশিপ নিয়ে কত কথা উঠছে। ভাবুন তো ভারত যদি হারত বা পরের টেস্টে সত্যি সত্যি পরাজয়ের আস্বাদন পায় তাহলে মিডিয়া তো ছিড়ে খাবে কোহলিকে। আশা করি তার সিনিয়র ক্যাপ্টেন কুল ধোনির কাছ থেকে এই ব্যাপারে বিরাট কিছুটা শিক্ষা ইতিমধ্যেই নিয়ে রেখেছে যে কিভাবে গণমাধ্যমকে সামলাতে হবে। এখন অবশ্য পিছনে তাকালে চলবে না।

বাকি দুটো টেস্ট কিভাবে জেতা যায় তা নিয়ে মনোনিবেশ করতে হবে টিম ইন্ডিয়াকে। সামি বাদে বাকি বোলাররা কেন ব্যর্থ হল সেটাও কাটাছেঁড়া করে দেখতে হবে। যদিও অলরাউন্ড পারফরমেন্সের মামলায় এখনও অনেকটাই এগিয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বিন। একটা বা দুটো স্পেলে মন্দা আসতেই পারে। তা বলে এটা তো মানতেই হবে এখনও ভারতীয় বোলিংয়ের প্রাণভোমরা অশ্বিনই। তার ওপর ব্যাটিংয়ে তিনি তুখোর ফর্মে। সব মিলিয়ে এতটা ভেঙে পড়ার মোটেই কিছু হয় নি। বরং সামনের দিকে তাকাতে হবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই। তৃতীয় টেস্টে ভারতীয় স্পিনারদের দাপট থেকে বাঁচতে পেস ব্যাটারির সাহায্য নিতে দেখা দিতে পারে স্যামুয়েলসদের।

মনের খেয়াল

ম্যাজিক মোমেন্ট ম্যাজিক কার্টুন

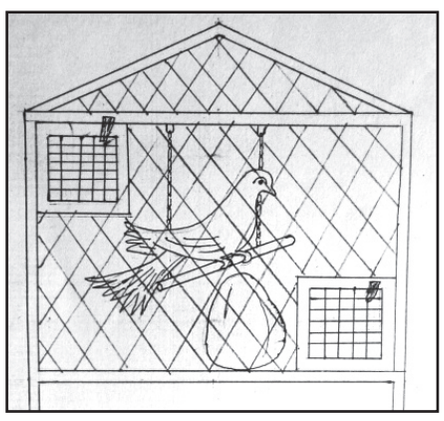

ম্যাজিক জন্ম

খাঁচার ভেতর পাখি সঙ্গে তার ডিম।

ডিম ফেটে হল খাঁচায় বন্দি পাখির ছানা।

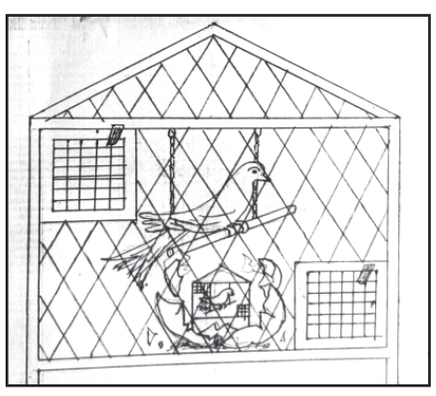

বিজলি নেই তাই

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

পামেলা নূতন মা। বাচ্চাটাকে নিয়ে সদা হিমসিম। সবচেয়ে কঠিন কাজ বোধহয় খাওয়ানো। পাশের বাড়ির জ্যোস্না বৌদি অপেক্ষাকৃত বেশি অভিজ্ঞ। উনিই কৌশলটা শিখিয়ে দিলেন। কার্টুন চালিয়ে দিয়ে টিভির সামনে মিষ্টুকে বসিয়ে রেখে খাওয়াবে। তারপর থেকে পামেলার আর কোনও অসুবিধা হয় নি।

মিষ্টু এখন তিন বছরের অনুভব, সকালে নার্সারিতে পড়তে আর খেলতে যায়। যখন বাড়ি ফেরে তখন মা অফিসে। ঠাকুরমা তখন অনুভবের দেখভাল করেন। খাওয়াতে অসুবিধা হয় না। পুরনো সেই ব্যবস্থা, টিভিতে কার্টুন চালিয়ে দিয়ে খাওয়ালে তেতো করলার ভাজাও দিব্যি খেয়ে নেয়। পামেলা অবশ্য প্রতিদিন শাশুড়িকে ফোন করে জেনে নেয় কোনও অসুবিধা হয়েছে কিনা।

একদিন শাশুড়িমা পড়লেন বিপদে। টিভিটা চলছে না বলে কার্টুন বন্ধ আর তাই বন্ধ মিষ্টুর খাওয়াও। পামেলা ফোনে খবরটা পেয়ে বিরক্ত, কেন মা, টিভিটা বন্ধ কেন?

–কী করব বৌমা, তুমি অফিসে বেরোবার পর থেকেই তো লোডশেডিং, কখন আসবে কে জানে?

–ঠিক আছে মা, আমি দেখছি।

পামেলা তখন অফিসের কাজ বন্ধ রেখে সিইএসসিকে ফোন করতে বসল, কখন কারেন্ট আসতে পারে সেই খবরটা নিতে।

রঞ্জনা সেন, বিশেষ শিশু, ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটা

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

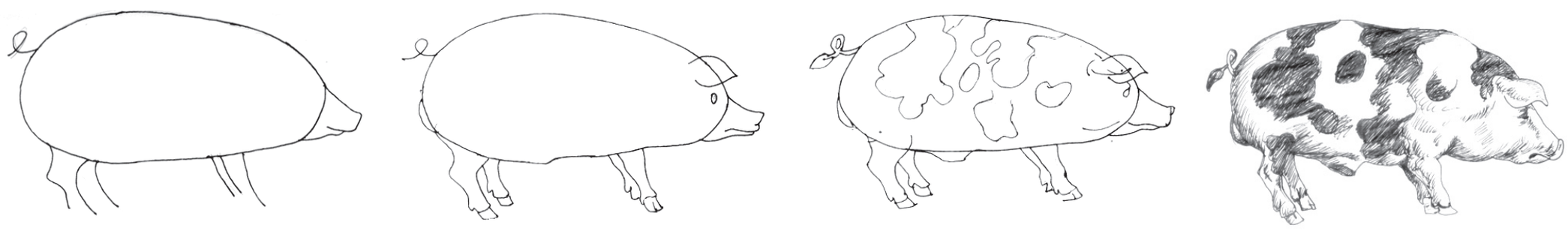

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com